বিষের বাতি।

শ্রীচুণীলাল চট্টোপাধ্যায়।

শ্রী ৬, গুরুপদ ভরসা।

স্বর্গীয় গুরুদেব! আপনার অভয় চরণ স্মরণ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বিষের বাতি জ্বালিতে বসিয়াছি। 'বিষের বাতি শৈত্য ছায়া বিকীরণ করিবে' অসম্ভব হইলেও, শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে অতীব সম্ভব বলিয়া দাসের একান্ত বিশ্বাস।

শ্রীচরণাশ্রিত........

ভূমিকা।

'বিষের বাতি' একখানি কাল্পনিক লীলাময় নাটক মাত্র। কলির সংসার কলি অবতারের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে সংসারে শত শত অদ্ভূত লীলা খেলা সংঘটিত হইয়া থাকে ; বিষের বাতি তাহারই একটি অগ্নি শিখা সম জ্বলন্ত লীলা খেলার মূল লইয়া প্রণীত। ইহাতে নির্ম্মল ভালবাসার পরাকাষ্ঠা, মোহ পরিচালিত কলি অবতারের জ্ঞান লোপ জনিত বিচিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অদ্ভূত কার্য্যের অদ্ভূত ফল লাভ প্রভৃতি নানাবিধ চিত্র পরিলক্ষিত হইবে। আশা করি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্ধগণের পক্ষে এই সামান্য বিষের বাতি কথঞ্চিৎ ঔষধির কার্য্য করিবে এবং সম প্রেম পথ পথিকের প্রগাঢ় প্রেম বিষের বাতিকে স্থান দিতে অসঙ্কুচিত থাকিবে ; তাহা হইলেই দুরাশা কিম্বা বাচালতা অসার্থক হইবে না।

ভাণ্ডারগাছা,
হুগলী।
জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল।

শ্রীচুণীলাল চট্টোপাধ্যায়।

উৎসর্গ।



না জানি কাহারে ভাল ভালবাসে মন,
সঁপিনু তাহারি করে করিয়া যতন,
শক্তি সম শেল পোড়া এ বিষের বাতি,
পিয়া জনে শেল হানে বিষম পিরিতি।

পিয়া বিনা দোষে গুণ না করে দর্শন.
গুণে দোষ বিচারয় সবারি মনন,
পিয়া হৃদে তাই শেল করিনু অর্পণ,
জ্বলরে পিয়ার হৃদে এ পোড়া জ্বলন।

জ্বলরে পিয়ার হৃদি, না জ্বলিবে নিরবধি,
মেঘেতে অশনি হানে, বারি বরিষণ,
করিয়া করয়ে পুনঃ, জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ,
তাই আশা পিয়া শান্তি হবে দরশন,
সুমেরু পসরা শিরে হেরিব তখন॥

গ্রন্থকার.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

উত্তম গাঙ্গুলী	...	কৃষ্ণগঞ্জ নিবাসী শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ।
যোগেন্দ্রনাথ	...	সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ তনয়।
সন্ন্যাসী	...	জ্যোতির্ব্বিদ সাধু (গোবিন্দ লাল)
ললিত	...	উত্তম চন্দ্রের পূর্ব্বতন জামতা।
মাথা গরম হরিশ	...	তন্নাম খ্যাত যুবক।
নিশিনাথ ও ন্যায়ভঙ্গ		অধ্যাপক দ্বয়।
খাজা শিবে	...	ভদ্র বংশজ গুণ্ডা মাতাল।
আমীর হোসেন	...	মুসলমান চাষা।
চিনিবাস বাবু ও অন্যান্য	...	খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী।
জজ সাহেব		
বিভ্রান্ত বাবু	...	গভর্ণমেণ্টের উকীল।
হরেন বাবু	...	সাধারণ উকীল।
বালকস্বামী	...	তীর্থ পর্য্যটক সাধু (গোবিন্দলালের কন্যা কল্যাণী)
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ	...	(শ্রীকৃষ্ণ)

ঘটক, নৌকাওয়ালা, গ্রাম্য যুবক ও বালক বৃন্দ, পুলিস জমাদার, কনষ্টেবল ও প্রহরীগণ, সাধুশিষ্যগণ, মুদ্দফরাস ইত্যাদি।

স্ত্রী।

চপলা	... ...	উত্তম গাঙ্গুলীর ২য় পক্ষের স্ত্রী।
মল্লিন	... ...	" " প্রথম পক্ষীয় কন্যা।
মেম সাহেব, বিনোদিনী	...	খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী দ্বয়।
দিগাম্বরী, আতরমণী অন্যান্য	...	শিক্ষিতা রমণীগণ।
মুদ্দফরাসনী		

বিষের বাতি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণগঞ্জ।

উত্তমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্ব্বাটীস্থ কক্ষে চপলা।

চপলা। (স্বগত) :—

*   *   *   *

যে ডোরে বেঁধেছি শ্যামে,
আমি জানি, আর শ্যামই জানে।

কালি দিয়ে কুলের মূলে,
ভাসিয়ে কুলে অগাধ জলে,
শ্যাম আমার চাহে গো পরাণ।
আমরা নারী কুল বধূ,
প্রাণ ছাড়া এ দেহ শুধু,
কেমনে রাখি গো বল—
শ্যামেরই সম্মান?

চপ। (স্বগত) মিনুষে যথেষ্টই যত্ন করে ; যে কোন প্রকারেই হ'ক, মনস্তুষ্টির জন্য চেষ্টা পায় ; যত মনে করি এঁর সেবাতেই জীবন খোয়ার হ'ক, পোড়া মন যেন চায় না। যখন ভাবি, বয়সে আমার পিতা ওঁর পৌত্র অপেক্ষাও বালক, তখনি যেন অন্ধকার দেখি। (বহির্দ্দেশে পদশব্দ পাইয়া) এই যে আসচেন বোধ হয়,— একটু খাতির করা যাক্। (গাঙ্গুলী মহাশয়কে গৃহান্তর্গত প্রায় দেখিয়া, প্রকাশ্যে) তাইত, আজ এখনও এলেন না কেন, অনেক দেরী হচ্চে নয় ?

উত্ত। কি চপল, মনে মনে কি বলচ ? আমাকে শাপ দিচ্চ নাকি ?

চপ। দেবার কাজ কল্লেই দিতে হয় ; বলি, কখন সূর্য্য অস্ত গেছেন, এখনও বাইরের হিম্ গায়ে লাগাচ্ছিলে ? একে তোমার সর্দ্দি করেচে——।

উত্ত। (কিঞ্চিৎ হাস্যের সহিত চপলের মস্তকে হাত দিয়া) চপল ! তুমি কি দেবী নও ?—'নিশ্চয়ই দেবী'।—আমি ঐ পঁুথি স্পর্শ করে বলচি,—'তুমি দেবী' ; যে তোমাকে না বলে, সে পিশাচ।

চপ। (হাসিয়া) ভাল, তা যেন হল ; বলি আমার মাথাটা কি তোমার পুঁথি ?

উত্ত। আচ্ছা, এই দেখ চপল, পুঁথি ছুঁয়ে বলচি—

(পঁুথি স্পর্শ করিতে উদ্যত)

চপ। (বাধা দিয়া) থাক থাক, আর পুঁথি ছুঁয়ে বলতে হবে না ; বলি, আজ এত দেরী হল কেন ?

উত্ত। বাইরের ঘরে একটি লোক এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে দেরী হয়ে গেল।

চপ। কে এসেছিলেন ?—কিসেরই বা এত কথা ?

উত্ত। তুমি তাঁকে চেন না ; মেয়ের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তাই বল্‌ছিলেন।

চপ। কার মেয়ে ?

উত্ত। তাঁরই।

চপ। (সহাস্যে) তাঁরই, না অন্য কাঁরও ?

উত্ত। না, তাঁরই।

চপ। মলিনের মায়ের সে গুণও ছিল নাকি ? (হাস্য)

উত্ত। কি গুণ ?

চপ। বাইরের অনুগ্রহে আদর।

উত্ত। (বিস্মিত ভাবে) কি বলচ চপল ?

চপ। এখনও চাতুরি !—আমি দরজার পাশে থেকে সব শুনেচি,—মলিনের বিবাহের কথা হচ্ছিল। আচ্ছা, তুমি নয় বলেছিলে, 'মলিনের বিবাহ হয়েচে, অনেক ঘরের পয়সা বেরিয়ে গেছে' ?

উত্ত। সে সব কথা ভুলে যাও চপল ; তার আর উল্লেখও করে কাজ নাই।

চপ। ভুলে যাব কি বলচ ? মেয়ের বে দিয়েচ, তায় আবার ভুলে যাওয়া কি ?

অনেক দিন—অনেক দিন ; যখন আনন্দময়ী—ওঃ !

বটে ! মৃত্যু সময়, এখনও আনন্দময়ী নামে প্রাণ খাঁচা ছাড়া ? তিনিই যদি তোমার এত সোহাগের সর্ব্বস্ব, তবে এ কণ্টককে আনাই বা কেন, আর ঘরে রেখে কষ্ট ভোগ করাই বা কেন ? আমাকে বিদেয় করে দাও ; জপ মালা নিয়ে, আনন্দময়ী নামের জপ কর ; দাও, আমাকে আজই বিদেয় করে দাও।

না—না চপল, কত দিন সে মারা গেচে, মনে আসচে না, তাই

ভাবছিলুম্। তোমাকে বিদায় করব ! স্বর্গ তোমা বিহনে শ্মশান ; তোমাকে না দেখে আমার কি দশা, কেমন করে তোমাকে বোঝাব চপল ?

চপ। যাক, এখন কি বলছিলে, বল।

উত্ত। আনন্দময়ী মারা যাবার অল্পদিন পরেই, মলিনের মামার পেড়াপীড়িতে, আমার অমতে সে কাজ হয়ে গেছে। মলিনের মামা টাকা খরচ করেছিলেন সত্য, কিন্তু সে দু তিন শ টাকা ত আমার জলে দেওয়া হয়েছে। যাক, সে ত আর আসবার নয় ; এখন দেখে শুনে মলিনের বিবাহ দিয়ে, তোমার হাতের বালা, গলার হার—তবে, নাব্‌বে আমার টাকার শোকের ভার।

(চিবুক স্পর্শ)

চপ। (স্বগত) একেই ত বলে 'ঔষধ ধরা'। (প্রকাশ্যে) বেশ, বেশ পণ্ডিত ঠাকুর, তা মেয়ের আবার বে দেবে, কি বলচ ?

উত্ত। পণ্ডিতে কি না বুঝে কাজ করে ? শাস্ত্রে আছে :—

অস্পৃষ্টাদ্দৃষ্টা সুতা, বিধবা যদি সা ভবেৎ,
পাত্রান্যে অর্পণে তস্যা, দোষং নাস্তি সমুচ্চরেৎ ॥

তা, মলিন আমার অস্পৃষ্টা এবং বিধবাও কতকটা।

চপ। পণ্ডিতের মুখ কিনা—কতকটা বিধবা। তা বিধবা আবার কতকটা, গোটাটা কি পণ্ডিত মশাই ?

উত্ত। হুঁ, সে আর নাই—নাই।

চপ। মুখে জোটে না ছাই !—মেয়ের কি মঙ্গল খোঁজেন গা ? কবে তার খপর নিয়েচ, যে স্থির কল্লে, সে আর নাই ? তার ওপর আবার বাক্‌সয় তালা বন্ধ ; সুতরাং মেয়েটা অস্পৃষ্টা,—অন্য দিকে বিবাহের ঘটা।

উত্ত। সে কি না বুঝে হাত দি চপল ; এইত তোমার বে হয়েছে দশ বৎসর, এর ভেতর একবারও দেখেচ কি, তাকে আস্‌তে ? আর সে তর্ক করবার দরকারই বা কি ? এখানে কেউ ত তার বিন্দু বিসর্গও জানে না। সে ঘটনা তার মামার বাড়ী, কল্‌কাতায় ; তাদেরও এখন আব বাতি দেবার নাই,—এখানেও সকলে জানে, মলিন আমার অবিবাহিতা।

চপ। বিবাহের পর, সে যদি এসে উপস্থিত হয় ?

উত্ত। তার হয়ে বলবার কে আছে ?

চপ। (স্বগত) ওঃ, এই জন্যই, প্রকাশ না করি, দিব্বি করিয়ে তবে আমার কাছে বলে ছিলেন 'মলিনের সাবেক বিয়ের কথা' ! যাই করুন গে যান, আমার কাজ নিয়ে বিষয়। (প্রকাশ্যে) তা, মলিনের বেতে, আমার হার বালা কিসে ?

উত্ত। সে তুমি বুঝ্‌তে পারবে না ; টাকা আসবে—নগদ পাঁচ শ টাকা।

চপ। (স্বগত) সে কি আর চপলের বুঝ্‌তে বাকী আছে ? (প্রকাশ্যে) এঁ, টাকা ! একবার বিয়ে—আবার বিয়ে—তাও বিক্রি ?

উত্ত। তা না হলে দেবার দরকারই বা কি ? পূর্ণিমার চাঁদ তারার হারে সাজাব,—নিজ হাতে তোমাকে অলঙ্কার পরিয়ে, প্রাণ ভরে দেখে, জীবনের সুখাভিলাষের অবশিষ্ট টুকু সমাধা করব—।

(নেপথ্যে) 'গাঙ্গুলী মশাই'।

উত্ত। (স্বগত) আঃ, আবার কে ডাকে ? (প্রকাশ্যে) কে গা ?

(নেপথ্যে) "আজ্ঞে, আর একবার বাইরে আসুন।"

উত্ত। ও, ঘটক ঠাকুর !—আবার কেন ?—যাই যাই। চপল, আমি বাইরে যাই ; (চিবুকে হাত দিয়া) তুমি বেশ জেনো, হার বালা খুব শীগ্‌গিরই পাবে। (বহির্গমন)

চপ। (স্বগত) মিন্‌ষে বলে কি ?—আবার মেয়ের বে দেবে ! বাবা কুল রক্ষার জন্য খুঁজে খুঁজে কুলধ্বজ মড়ার হাতে দিয়ে ভাসিয়ে গেছেন, ইনি এখন কুলের বোঝা মাথায় নিয়ে, পদ্মায় ঝাঁপ দিতে চল্লেন। মরুক সব জলে ডুবে, আমি চাই 'কাজ'। এত টাকা বুড়োর কখনও জুটতও না, আর এক রত্তি সোনার মুখও দেখতে হত না। যাই, আবার কেন ঘটক এলেন, আড়াল থেকে শুনিগে।

(প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বহির্ব্বাটীস্থ প্রাঙ্গণে গাঙ্গুলী মহাশয় ও ঘটক ঠাকুর

ঘটক। আপনাকে আরও একবার বল্‌তে এলুম, একটু বুঝে দেখুন ; ও রকম ধনুর্ভাঙ্গা পণ কল্লে কি কাজ হয় ?

উত্ত। কেন বাপু, ধনুর্ভাঙ্গা পণটা কিসে দেখ্‌লে ?

ঘট। তা নয় ত কি বলুন,—'পাঁচ শ'র এক পয়সা কম হলে হবে না'

উত্ত। এ কাজ ত আপনার নূতন নয় ঘটক ঠাকুর ; এ কাজ করে করে ত আপনার মাথার চুল পেকে গেল ;—তবে মেয়ের বাপকে আবার বুঝে দেখতে বলেন কি হিসেবে ?

ঘট। (ভাবান্তরে) তা ত ঠিকই গাঙ্গুলী মশাই ; এ কার্য্যের সৃষ্টিই আমাদের হাতে। তবে কি জানেন—, আজ কাল অনেক ছেলে ছোকরা, যা নয় তাই করে, কেবল ঘর মজাচ্চে বৈই ত নয়। তা, যাই হক, এখন বলচি কি,—পাত্রটীর ওপরেই ত সংসার ; বিশ পঁচিশ আনে, নেয়, খায়—এই মাত্র। এর ওপর পাঁচ শ আপনার, আরও দুই এক শ এদিক ওদিক ; [(স্বগত) আর

আমিই কোন না নিঙড়ে ছাড়্‌ব ?] তবেই ত, আটশ হাজারের যোগাড়—এ কি সে করে উঠ্‌তে পারবে ?

উত্ত। সে হিসেব করে কি লোকে মেয়ের বে দেয় ? আপনি কি দেখচেন না, লোকে মেয়ে এক দিকে বসায়, অন্য দিকে টাকা ওজন করে নেয় ? সে কথা ভাবতে গেলে, এত কিছুই নয়। পাঁচ শ, পাঁচ সের, আর পাঁচ পো, এই ছ সের—এক পো মাত্র। মেয়ে দেখতে গেলে, শতাংশের এক অংশ হয় না। মরুক সে সব কথা, অত খতাবার ত আমার দরকার নেই ; আমার মাল, লাভ বুঝব—মাল ছাড়ব ; চোকা মাল—রোকা কড়ি ; তাতে আপনার লাভ নাই, তাই বা কেমন করে বলি ?

ঘট। (হাসিয়া) হাঁ, সে ত কথাই ; তবে কি জানেন, অপারক স্থলে, এই আর কি।

উত্ত। কেন, আর কি আমার পাত্র জুটবে না ? না হয়, আরও দু বছর কেটে যাবে,—কুড়ি ত পেরবে না—এই সবে চোদ্দ গিয়ে, পণেরয় পড়েচে মাত্র। তুমি পার, ফিরে এস ; না হয়—মিছি মিছি হুজুক ক'র না। আর অপারকই বা কিসে ?—শুনেচি, সেখানকার জমী জমার বেশ দর আছে, বিশেষতঃ বসৎ বাড়ী বেড় বাগানও দস্তুর মত আছে—নিজেই বলে যাচ্চ—।

ঘট। বলেন কি মশাই, আপনি তার বাস্তু টুকুও টাঁক্‌চেন ? মেয়ে গিয়ে বাস করবে কোথায় ?

উত্ত। আমি ত আর আমার মতন বুড়োকে মেয়ে দিচ্চি না, যে সে ভাবনাটা বিশেষ কথা। তারা দশ দিনে, সব করে নিতে পারবে ; যাই হক, আর আপনি কথা বাড়াবেন না ; যা বলচি, হয়—করুন ; না হয়, পেড়াপীড়িই বা কি ?

ঘট। আচ্ছা, একটা কথা হচ্চে—আমার শতকরা— ?

উত্ত। দশ—দশ ; নির্ভাবনায় থাকুন গে যান ; তাই ভেঙে বলেন নি কেন ? আপনি কাপড় পেতে গুণে নেবেন।

ঘট। তবে আসি, দেখি, মা মুখ তুলে চান কি না। (প্রস্থান)

উত্ত। (স্বগত) হুঁ, মা মুখ তুলে চাইবেন— ! চান ত আমার দিকেই চাইবেন ; ঘটকের আমার যে পেচন—সেই পেচন। যাই অনেক রাত হয়ে গেল ; এখন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিগে—গৃহিণী ঘরে একলা আছেন।

(অন্তর্ব্বাটীতে প্রবেশ ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাটীর পার্শ্বস্থ উদ্যানে যোগেন্দ্র ও মলিন।

যোগে। মলিন, তুমি আমাকে ডেকেছ ?

মলি। ডেকেছি।

যোগে। কেন ?

মলি। একটি কথা বলব বলে।

যোগে। কি কথা।

মলি। (নিরুত্তর)

যোগে। কৈ, কিছু বল্‌চ না ? এখন আর তোমাতে আমাতে, একত্রে থাকবার সময় নাই,—বল মলিন, কি বল্‌বে ?

মলি। (এখনও নিরুত্তর)

যোগে। একি মলিন ! তোমার মুখ আরক্তিম হয়ে উঠ্‌ল কেন ? বল,

যদি একটু মাত্র ভালবাসা থাকে, তবে বল মলিন, যোগেনকে কি বলবে বলে, আজ আবার ডেকেছ ?

মলি । ‘একটু মাত্র ভালবাসা’ ! যোগেন, তুমি কি আজও জিজ্ঞাসা করবে—আমি ভাল-বাসতে জানি কি না ? স্বর্গীয় যোগেন ! আজও তোমাকে বলচি, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের পূর্ণ মাত্রা ভালবাসার অন্তঃস্থল থেকে বলচি, যা বরাবর বলে এসেছি—আজও তাই বলচি ; এবং সেই ভালবাসা, আজও আবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য ডেকেচে—যে কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য, তারই হুতাশে, আমি তোমাকে কতবার ডেকেচি ।

যোগে । (সজল চক্ষে) মলিন ! তুমি আমাকে ভালবাস ?

মলি । বাসি ;—আবার বলচি যোগেন, আমার হৃদয়ে যদি ভালবাসা থাকে, তবে সে কেবল তোমারই জন্য ।

যোগে । মলিন ! জানি,—বেশ জানি মলিন, তুমি আমাকে কত ভালবাস । তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ত্রিজগতের ভালবাসা, এই হতভাগ্যের জন্য পোষিত, বিকসিত প্রায় । ভালবাসা মূৰ্ত্তীমতী হয়ে তোমার প্রতি অঙ্গ পরিচালিত কচ্চে ; ভালবাসার সুকোমল জ্যোতিঃ তোমার কমনীয় ভাবের অন্তরাল থেকে সুস্নিগ্ধ আভা বিস্তার কচ্চে ; জানি মলিন, অনাদৃত ভালবাসা সাগরে পরিণত হয়ে, তোমার সরস নেত্র প্রান্তে উঁকি মারচে ; দুর্লভ স্বর্গীয় ভালবাসা তোমার বিম্ব বিনিন্দিত ওষ্ঠাধর প্রকম্পিত কচ্চে । কিন্তু—(মুখাচ্ছাদন)

মলি । যোগেন !

যোগে । মলিন ! স্বর্গীয় ভালবাসার বিষময় প্রতিদান ; এতদিন যাহা দিয়াছি, তাহাই বদ্ধমূল করিতে, সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত করিতে

আসিয়াছি। দেবি! যোগেন নারকীর কীট; যোগেনকে ভালবাস—সেই জন্যই যোগেন ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহাকে শান্তি দাও, তাহার অনুরোধ রক্ষা কর।

মলি। যোগেন! তুমি বেশ জেনো, তোমার সামান্য শান্তিরুৎপাদনে মলিন জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। স্বর্গীয় দেবতা! অনুরোধ নয়, 'আদেশ', বল যোগেন, দাসীর কি আদেশ পালনে দেবতারও শান্তি হতে পারে?

যোগে। শান্তি! না—না, অশান্তি, যন্ত্রণা, শত বৃশ্চিক দংশন। মলিন! অনুরোধ রক্ষা কর, ভালবাস বলে, যোগেনের জীবন রক্ষা কর।

মলি। বল, বল যোগেন, হাস্য মুখে প্রাণ দিব।

যোগে। (মুখ লুকাইয়া) মলিন! দেবি! আমাকে ভুলে যাও।

মলি। যোগেন!—স্বর্গীয় যোগেন! (মুখাবরণ)

যোগে। মলিন! আমার হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন প্রায়। তোমার পিতা উৎসাহের সহিত আমাদের আনন্দ শৈল সৃজন করে দিতে পারতেন; কিন্তু তাহা অপেক্ষা আমার হৃদয় ভষ্মীভূত হয়ে যায়, তাহাই আমার প্রার্থনা। হৃদয় পুড়ে যেতে না দিলে হৃদয়ের হৃদয় আহত হবে; না—না মলিন, তা আমি চাই না; আমাকে বাঁচাও, পিশাচকে ভুলে যাও,—পিতার মনোনীত বরে আত্ম সমর্পন কর।

মলি। যোগেন্দ্র, আজও সেই কথা! বল, বল যোগেন, কি অপরাধে দাসী অপরাধিনী? অথবা আমারই দুরাশা—পিশাচিনীর দেবতার আশা—

যোগে। 'পিশাচিনী'! মলিন! তুমি দেবী—আমি পিশাচ; কি বিষের বন্ধনে হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বাল্‌তে বসেছি, তোমারও কাছে তাহা প্রকাশ কর্ত্তে অক্ষম।

মলি। যোগেন, তোমার আপত্তি! না, জান্‌তে চাই না; সে কথা শোনাতে তোমার যদি আপত্তি থাকে, তাতে আমারও বাধা আছে। কিন্তু যোগেন!—

যোগে। মলিন! শেষ অনুরোধ, পিতৃ নির্ব্বাচিত জনে দেবতা জ্ঞান করে, যত্নে তাঁর পদ সেবা কোরো; আমাকে ভুলে যাও,—মলিন! পিশাচকে ভুলে যাও। ওঃ! সুমেরু, জলধিতে পরিণত হও; অনন্ত সাগর, পর্ব্বত আকার ধারণ কর; চন্দ্র—সূর্য্য, পথ ভ্রষ্ট হয়ে রসাতলে বিরাজ কর। মলিন—দেবি!—পরমেশ! তোমার এই লীলা! জগৎ বিশৃঙ্খল হ'ক, তোমারও চিত্ত বিকার জন্মাক।—না, না হরি! মলিনকে নিরাপদে, নিশ্চিন্তে রেখ। যাই, যাই মলিন, জন্মের মত বিদায় হই। মলিন!—মলিন!—

(অদৃশ্য হওয়ন)

মলি। যেওনা—যেওনা যোগেন, একবার দাঁড়াও—তোমাকে দেখি। কৈ!—তুমি নাই! চলে গেলে!—অভাগিনীকে ফেলে চলে গেলে! দেবতা, আর কি দেখা দেবে না? ওঃ! আমার কি হল!—আমি কোথায়? যোগেন, তোমারও হৃদয়ে বিষেয় জ্বালা! এমন কি ভীষণ বজ্র প্রতিবন্ধক, যা তোমার ন্যায় দেবতারও অনতিক্রম্য; অথবা সাধ্যাধীন হলে, তুমি কখনই আমাকে দগ্ধ হতে দিতে না। যোগেন! এই রাক্ষসী বিয়য়ের আভাষ, কত দিন পূর্ব্ব থেকে দিয়ে আসচ, কিন্তু আমি উপহাস মাত্র মনে কর্‌তেম। মাসাবধি আশা বাত্যাতাড়িত পত্রের ন্যায় বিতাড়িত হচ্ছিল,— আজ তাহা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। দেবতা যোগেন! তোমাকে ভুলতে হবে? অন্য জনকে দেবতা জ্ঞান ক'রে তাঁর পদ সেবা!— ওঃ—! কি পাপের পাপিনী আমি! মা, নাও মা, তোমার

অভাগিনী মলিনকে যন্ত্রণা সমুদ্র থেকে কোলে তুলে নাও মা। যোগেন! মলিন—রাক্ষসী মলিন পিতৃনির্ব্বাচিত জনের দাসী শুন্‌লে তুমি শান্ত হবে? না, না হৃদয় দেবতা! তোমাকে ভুল্‌তে পারব না; যাই, আমি অন্য জনের পদ সেবা করি; বাবা, আমার বিবাহ দিন; যাই তাঁকে বলি 'আমি বিবাহ করব'। বাবা! দাও মলিনের বিবাহ দাও—রাক্ষসীর চিতানলে ধূনোর রাশি ঢেলে দাও—।

(অদৃশ্য হওয়া ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধগিরি।

নিভৃত বন মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্ সন্ন্যাসী আশ্রম সংলগ্ন অগ্নি কুণ্ড পার্শ্বে উপবিষ্ট এবং সন্ন্যাসীর বেশে যোগেন্দ্রের প্রবেশ ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।

সন্ন্যা। (উত্থিত হইয়া)
কি কর, কি কর সন্ন্যাসি!
সম পথে পথিক আমরা,
প্রণমিলে মোরে, উদ্দেশ্যের মূলে,
হইবে আঘাত মোর।

যোগে। সন্ন্যাসী নহে ত অধম,
সন্ন্যাসীর আচ্ছাদন, করেছি
ধারণ; হুতাশনে দগ্ধ প্রভো,
অন্তর আমার।

সন্ন্যা। 'ছদ্মবেশী!—সেজেছ সন্ন্যাসী!'
প্রকাশি বলহ বৎস, কিবা
অর্থ তার?
যোগে। অন্তর্য্যামি! জান ত অন্তর
প্রভো,
চির হুতাশন, যোগেন্দ্র তোমার,
জ্বেলেছে অন্তরে তার, আর নাহি
কভু যাহা, হইবে নির্ব্বাণ।
সন্ন্যা। যোগেন্দ্র! দেবতা নন্দন তুমি,
ত্যজি নন্দন কানন, উপনীত
হেথা; কহ বৎস, কেন বা
বদনে তব, বিষাদের প্রস্রবণ,
করি নিরীক্ষণ?
যোগে। প্রভো! হারায়েছি সুখ, অসুখের
বাতি জ্বলেছি হৃদয়ে মোর,
তাই আভা বিভাসিত, হেরহ তাহার;
হারায়েছি গুরু দেব, হৃদয় শোণিত,
উপেক্ষায় হারায়েছি, মলিনে আমার।
সন্ন্যা। জানি সে সকলি বৎস, অবিদিত
নাহি কিছু তার; কিন্তু প্রাণে
মায়া যার, ভালবাসা সাজে কি
তাহার? গণিয়া দেখিনু, মলিনের
সনে, হলে পরিণয়,
অকালে মরিবে তুমি, অবিলম্বে

বলিনু তোমায় ।
প্রাণে ভালবাসা, হইল অধিক,
ত্যজিলে, মলিনে নিজে,
শোক তাহে, অবিধি তোমার ।
যোগে । 'প্রাণে ভালবাসা !'
না না, শত হেন প্রাণ, যাইত
আমার, তথাপি শোভিত যদি
তিলেক কারণ, মলিন চাঁদের আলো
হৃদয় আকাশে, হাস্য মুখে
বর মাল্য পরিতাম গলে ।
কিন্তু ছার প্রাণ গেলে মোর, অন্য
বিষময় ফল, অন্তরে তাহার ।
আমি মলে, প্রাণ প্রাণ মলিন আমার,
অকালে বিধবা হবে, কোমল অন্তরে
পাবে কতই যাতনা ; হু হু করি
শোকানল, জ্বলিবে হৃদয়ে তার,
আমা হতে কত বেশী, পাইবে
যাতনা প্রিয়ে ।
বিবাহ অন্তরে, সে যদি মরিত,
সুখ তাহে আছিল আমার ;
তার শোকানল, জ্বলিত আমার
হৃদে ; আমা হতে অল্প জ্বালা
পাইত মলিন ; পরিণয় তাহে
আছিল সৌভাগ্য মোর ।

প্রণয়ীর যে মরে সত্বর,
সুখী সেই—
দারুণ শোকের জ্বালা, ভোগে
হতভাগ্য বাঁচে যেই জন।
আমি মলে, মলিন আমার,
আমা হতে কত ক্লেশ, সহিবে
অবলা,
সেই চিন্তা, হইল প্রবল প্রভো,
তাই, হৃদয় হৃদয়, উপাড়ি স্বকরে,
ফেলিয়াছি যোজন অন্তরে।
বাজের অধিক প্রাণে, বাজিছে বেদনা,
না পারিনু, বলিতে তাহায়, কেন
উপেক্ষায় তেয়াগিনু তায়;
পাছে ভাবে, অবলা সরলা বালা,
ভালবাসা প্রাণে, ভাল প্রাণের
মমতা, যথা সহজে ভাবিবে
সবে।
জ্বলন্ত বিষের জ্বালা, জ্বলিত পরাণ,
সংসার আরাম গৃহ, ভোগ্য নহে
তার; তাই ছার সংসার আগার
ত্যজি, মাগি প্রভু, তোমা ঠাঁই
চির পদাশ্রয়।

সন্ন্যা। যোগেন, প্রাণাধিক!
পুত্র সম নেহারি তোমায়;

তোমার মঙ্গল মাগি, দেবতা
সদন।
শুনি তব মুখে, মলিনের কথা,
বুঝিনু তখনি, তব সনে, ভালবাসা
জন্মেছে তাহার ; উভয়ের পরিণয়ে
শুভাশুভ করিনু গণনা ; ফল
তাহে কহিনু তোমায়।
মম বাক্য বেদ জ্ঞান করি,
স্বর্গীয় প্রণয়ী তুমি, অবহেলে
ঘুচায়েছ, মলিনের আশাপথ।
সামান্য প্রণয়ী যেবা, ভাবিত অন্তরে,
মরিব ত আমি, প্রণয়ী বাঁচিবে
প্রাণে, পরিণয় সুবিধি তথায়।—
কিন্তু কত দূরদর্শী, প্রেম-পথে
পথিক যোগেন, বুঝিনু এখন ;
————প্রেমের আকর,
বিরাজে তোমার হৃদে ; প্রেম শিক্ষা
শিখিনু তোমার ঠাঁই। তোমা হেন
শিষ্য, থাকিলে সকাশে, মুক্তিপথ
হবে আলোকিত, রহ বৎস, মম
পাশে, আকাশে মিশায়ে যাবে,
হৃদয়ের জ্বালা যত।

যোগে। (নত জানু ও পদ স্পর্শ করিয়া)
ক্ষমা কর গুরুদেব,

স্নেহবশে, কত ভাল, বাসহ
অন্তরে দাসে ; অধম এ দাস,
সংসার আঁধার, একমাত্র
ভরসা তোমার, অভয় চরণ ;
দেহ দেব পদ ধুলি,
যাই ভুলি, হৃদয়ের যত শোক
জ্বালা।

সন্ন্যা। (হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া)
বৎস ! সকলি তাঁহার খেলা ;
প্রাণ ভরি, ডাক শ্রীমধুসূদন,
অবশ্য ঘুচিয়া যাবে, মনের
বেদন —

গীত।

ভাব রে মন প্রাণ ভরি, ব্রহ্ম সনাতন চরণং,
মানসে নেহার পদ, মুদিয়া যুগল নয়নং।
তিলেক রোষেতে যাঁর, চাঁদ বরষে গরলং,
হরষে তাঁহারি পুন, অনল অতি শীতলং।
ভাব রে সে জনার্দ্দন, লভিবে হৃদয়ে বিরামং,
পাইবে সে অভয় পদে, চির শান্তি আশ্রয়ং॥

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

দামোদর বক্ষে নৌকা'পরে ললিত মোহন মুখোপাধ্যায় ও খেয়ারীর ক্ষেপনী সঞ্চালন ।

খেয়া । বলি মশ্‌শাই, সাঁজের বেলায় খেয়ায় যাচ্চ—ওহান থেকে কত্তক্ দূর যাত্তে হব্বেন্ ?

ললি । (হাসি সম্বরণ করিয়া) বেশী দূর নয় বাপু, শুনেচি পার হয়েই কৃষ্ণ গঞ্জ, আমি সেই খানেই যাব ।

খেয়া । কেষ্টো-গঞ্জ !—হাঃ হাঃ হাঃ—(ক্ষণস্থায়ী উচ্চ হাস্য)

ললি । খেয়ারি, কৃষ্ণ গঞ্জ কি এখানে নয় ?—আমি শুনেচি খেয়া পার হয়েই কৃষ্ণ গঞ্জ ।

খেয়া । সে ত্ব অঠ্যিক্ লয় কর্‌তা—হাই কেষ্টো-গঞ্জ, হাঃ হাঃ হাঃ— ।

(অঙ্গুলী দ্বারা দেখান)

ললি । (স্বগত) লোকটা পাগল নাকি ? (প্রকাশ্যে) কেন বাপু, কৃষ্ণগঞ্জ পারে দেখাচ্চ—তবু সেখানে যাব শুনে অত হাস্‌চ কেন ?

খেয়া । কর্‌তা, বাপ দাদ্দার চুল পাক্‌ল, সম্মারও দশ বিশ গণ্ডা, তোমারে ত কর্‌তা কহন্নো—কেষ্টোগঞ্জে দেহিন্নি—হাঃ হাঃ হাঃ— !

ললি । (স্বগত) ওঃ ! বেটার এই জন্য এত হাসি ! পাগল আছে মন্দ নয় ; সবে মাত্র আস্‌চি এখানে, বেটা আমাকে কখন কৃষ্ণ গঞ্জে দেখেন নি, তাই হেসে খাটে চড়্‌তে চান । (প্রকাশ্যে) বলি বাপু, আমার বাড়ী কল্‌কাতার কাছে শ্রীরামপুরে ; কখন ত এখানে আসি নি, যে আমাকে দেখ্‌বে—, এখানে আমি এই প্রথম আস্‌চি ।

খেয়া। ওঃ হো, সোই সেঙাত্তি আছেন বুঝ্ঝুই—বারী এহানে ল্লয়! হাঃ হাঃ হাঃ—

ললি। না খেয়ারি, বাড়ীর আগে একটু জুড়ে নিলেই হয়, তা হলে আমার তাই এখানে।

খেয়া। কর্‌তার কি কুম্ভুকণ্যের কাজ্যোও আসেন নাহি? তা জুরে জেরেই কন্‌না কর্‌তা, হাঃ হাঃ হাঃ—

ললি। (ঈষৎ হাসিয়া) জুরের ওপর জুরে,—বেজায় জুরে বাবা;—বাড়ীর আগে 'শ্বশুর', বুঝেচ বাপু, 'শ্বশুর বাড়ী'।

খেয়া। হাঃ, হাঃ—তবে ত কর্‌তা বেশ মজ্জা—কেড্ডা তোমার শ্বশ্বুর?

ললি। উত্তম চন্দ্র গাঙ্গুলী, নাগ শুনেচ কি?

খেয়া। তেন্নার নাম! হাঃ হাঃ হাঃ—গোদের দল্লুজে শুয়ে ফুকুর্‌লে, তেন্নার বাকুল্লে রা যায় কর্‌তা, তা তেন্নার নাম! তোমার বেশ সাদ্দি হল্ল কর্‌তা,—দেশের পাক্ পক্‌লীও জান্‌লেন না, হাঃ হাঃ হাঃ—

ললি। দেশে ত বে হয়নি বাপু, গাঙ্গুলী মশাইয়ের প্রথমকার শ্বশুর বাড়ী কল্‌কাতায় আমার বে হয়; সে আজ দশ বার বৎসরের কথা।

খেয়া। বল্লেন কি কর্‌তা? বর কন্যে পার কল্লে কেড্ডা? সে এই ভাগ্যবৎ মশ্‌শাইই তিন্নি। বে হয়েচে বশ্যেকে—এড্ডা হল্ল আষ্‌ষাড়; এ চকে কি ধুল্লো চল্লে—? হাঃ হাঃ হাঃ—

ললি। গাঙ্গুলী মশাই আবার বে করেচেন শুনেচি; তা- এ পক্ষের কি কোন কন্যা হয়েচে, যার বে হয়েচে বল্‌চ?

খেয়া। এ পক্ষের পুলী পোল্লা কিচ্ছুই লয় কর্‌তা কিচ্ছুই লয়; ও পক্ষের সেই আধা বচ্ছুরী খুক্কীকে বেচ্চে, লইতুন ঠাকুরণ্যের সোনার সজ্জা হয়েচে। এত্ব আমাদের গরীব কাঙ্গাল লয়, একটা পুল্লী,

ত জোর এক কুরী টাকা ; তাও মেরে কেটে, হয়ত গায়ে গায়েই শোধ। (ললিত বাবুকে অন্য মনস্ক দেখিয়া) আপন্নি ঠাউর, অবাক্ হল্লে যে বট?—কাল পাঁচ শ গণ্যে দিলে,—আজ সব ভুল্লে গেচ? তা—হব্বেই ত—তুম্মিও জোয়ান, তিন্নিও রূপের লা—হাঃ হাঃ হাঃ—

ললি। কি বল্লে খেয়ারি, গাঙ্গুলী মশাইয়ের আর পক্ষের কন্যাটার বয়স কত?

খেয়া। যোল্ল গো কর্‌তা যোল্ল, হাঃ হাঃ হাঃ —

ললি। (স্বগত) গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল,—পাগল বলে কি! গাঙ্গুলী মশাইয়ের আর পক্ষের ত একই কন্যা, যার মুখ এখনও বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি ; সেই নলিন, তারই ত—এখন যোল বৎসর বয়স হবে। যাই হক্ পাগলকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করে দেখি ; (প্রকাশ্যে) আচ্ছা খেয়ারি, গাঙ্গুলী মশাইয়ের এ পক্ষের কন্যা হয়নি ; বশেখ মাসে যার বিয়ে হয়েচে, তিনি তাঁর আর পক্ষের কন্যা বল্‌চ, নয়?

খেয়া। হেঁগ্‌গো কর্‌তা হেঁ ; সাদ্দীর সম্ময় এই ভাগ্যবন্তই সাদ্দী করেচেন বুঝ্ঝ্‌ই? কোথাকার লোক বল্লত তুম্মি? আম্মাকে কি এই ঠাট্টির যুগ্যি লোক পেল্লে?

ললি। রাগ কচ্চ কেন খেয়ারি! বাল আমার বিয়েতে এক ছিলিম তামাকও খেতে পাওনি, এই নাও, একটা পয়সা দিচ্চি, বেশ করে তামাক খেও। (পয়সা প্রদান)

খেয়া। (হাসিয়া) ভদ্দরের ঘরে ভদ্দরই হব্বে, আম্মাদের ঘরে হব্বেন কি? গাঙ্গুলী মশ্শাইয়ের জাম্মাইয়ের মত্তন জাম্মাই হয়েচে—পাচ জন্মের এক জন ; হাঃ হাঃ হাঃ—

ললি। খেয়ারি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি--

খেয়া। আল্লবৎ আল্লবৎ (আল্‌বৎ) ; আম্মি তো চাক্কর ; তেন্নারা সব ভাল্ল গো, সব ভাল্ল, গেল্লেই দেখ্‌বেন।

ললি। আচ্ছা খেয়ারি, যে কন্যাটির বে হল, তাঁর নামটি কি বল্‌তে পার ?

খেয়া। ময়লা ঠাউর ময়লা—হাঃ হাঃ হাঃ—

ললি। (স্বগত) উঃ, বলে কি ! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তাঁর নাম মলিন-- তোমরা তাঁকে ময়লা বলে ডাক, নয় ?

খেয়া। ঠিক্ ঠিক্ ; মল্লিন--মল্লিন, হাঃ হাঃ হাঃ--

ললি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ ! আমার যে মাথা ঘুর্‌চে ? মলিনের কি আবার বিবাহ দেওয়া হয়েচে ? টাকার জন্য, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গহনার জন্য মলিনের কি আবার বিবাহ ! যাই হক্, কেবল এর কথাতেই ভূত হওয়া হবে না ; কিনারায় এসেচি, পাড়ায় দুই এক জনের কাছে খপর নেওয়া যাক্—তার পরে যা হয়—

খেয়া। কর্‌তা, এই ত ঘাট্টে এল্লেন্, পয়সা--আহা হা--লইতুন জাম্মাই, টাহাটা সিহিট্টা—হাঃ হাঃ হাঃ--

ললি। আচ্ছা বাপু, ঘাটে ধর, তোমাকে টাকাই দিচ্চি।

(তীরস্থ হইয়া খেয়ারীকে টাকা প্রদান)

খেয়া। (টাকা কপালে ঠুকিতে ঠুকিতে) গাঙ্গুলী মশ্‌শাই জাম্মাইয়ের মত্তন জাম্মাই করেচ্চেন, হাঃ হাঃ হাঃ --কর্‌তা, এগিয়ে দিতে—হব্বেন কি ?

ললি। না খেয়ারি, এগিয়ে দিতে হবে না, এই রাস্তা ত— ?

খেয়া। এই রাস্তা গো, গাঁওল্লের ভেত্তর গেচ্চেন, এন্নারি কোল্লে তেন্নার ঘর, হাঃ হাঃ হাঃ—

ললি। তবে আর যেতে হবে না, আমি যেতে পারব।

(প্রস্থান)

খেয়া। (কাপড়ে টাকা বাঁধিতে বাঁধিতে)

গীত।

মন তোমার কি ভের্‌রম্ গেল্ল না।
টাকা করী গেহ বারী, কেউ ত সাথে যাবেব না,
(ওই) মল্লে, পরে পোঁছে দেবে, পরিয়ে একটা ছেঁর্‌রা টেনা।
পয়সার নেগে সক্কাল থেকে, নায়ে গাল্লে কত্ব হানা,
(ওই) ভগ্‌গা, তোমায় চাঁদ্দি দেবে, একথা ত কেউ
জান্‌লে না।

(আহাঃ---হা, শব্দে তাল রাখিয়া প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণগঞ্জ।

পল্লীপথে ললিতমোহন।

ললিত। (স্বগত) পাড়ায় এসে যা জান্‌ব মনে করে ছিলেম, তা ত খুব্ ভাল রকমই জানা হয়েছে। শ্বশুর মহাশয়, না—না, পিশাচ, নর-পিশাচ স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য, তাঁকে স্বর্ণ অলঙ্কারে বিভূষিতা করবার জন্য, কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়াছেন। জ্ঞাতি বর্গের চক্রান্তে জাল খুনী মকদ্দামায় পড়ে আমার দশ বৎসর কারাবাসে

অতীত হল, মাতা পরলোক গমন কল্লেন, বিষয়াদি ছার খার হয়ে গেল। এই সকলই হাস্য মুখে সহ্য করেছি ; মনে আশা পুষে রেখেছি 'মলিনকে নিয়ে সুখী হব। এখন দুষ্ট জ্ঞাতি বর্গ অধিকাংশ গত প্রায় ; যাঁরা জীবিত, তাঁরাও শান্ত-মূর্ত্তি ; মলিনকে নিয়ে দেশেই বাস করব'। কিন্তু হায়, মলিন এখন আর আমার নাই! পিশাচ উত্তম গাঙ্গুলী এই জন্যই বুঝি আমার পত্র কোন খপরেই আনেন নাই!—মাতার বিলক্ষণ অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ অন্ধকারে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন! মলিন, হতভাগিনি!—অথবা তোমারই বা দোষ কি? অতি শৈশবে তোমার বিবাহ হয় ; তোমার হয় ত, তার কিছু মাত্রও মনে নাই ; তোমার বিন্দু মাত্র দোষ নাই মলিন,—সকল দোষ এই পিশাচের, রাক্ষসের ; সে ত ভুলে যায় নি, যে কন্যার একবার বিবাহ দেওয়া হয়েছে। মলিন! আমার অদৃষ্ট মন্দ,—এই মন্দ অদৃষ্টের নির্দ্দিষ্ট পথ আশ্রয় করাই আমার শ্রেয়স্কর। পাগল নৌকা ওলার কথা কাণে শুনতে ইচ্ছা হচ্ছিল না ; কিন্তু প্রতিবেশীর কথার সঙ্গে, সেই সকল কথার বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নাই ; তাহার প্রত্যেক বর্ণ এখন আমার রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে, শরীর অগ্নিময় করে তুলেছে। প্রকৃত কলিকাল যদি পড়ে থাকে, আমি যদি কলির ধর্ম্ম অবতার হই, কালের যদি যথার্থ পরিচর্য্যা করতে শিখে থাকি, তবে পিশাচ শ্বশুরের হৃদয়ে বিষের আগুন জ্বেলে দিয়ে, সুকৃতির প্রতিশোধ নোবই—নোব। 'শত বর্ষ বয়স্কের ষোড়শী গৃহিণী!'—এই কলিকালে ধর্ম্মের বুকে কি বাজের আঘাত নয়? কলি! হৃদয়ে নিরুদ্বেগ দাও, নির্ব্বিকার দাও ; পিশাচ বাড়ী নাই, নূতন জামাইয়ের বড় ব্যায়ারাম,—দেখ তে

গেছেন ; সয়তানও এখানে আসন পাতুন। যাই, এই সময়ে গুণের জামাই সখের শ্বশুর বাড়ী যাই।

শ্বশুরাশ্রমে গমন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

উত্তমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্ব্বাটীস্থ কক্ষে গঙ্গোপাধ্যায় ও গৃহিণী চপলা।

উত্ত। (বিশেষ উদ্বেগের সহিত) তার পর---তার পর ?

চপ। তার পর আর কি ?--আমি বুঝ্তে পারনু তোমার জামাই ; কিন্তু সেই খাতিরে যদি কথা বার্ত্তা না কই, গোপনে বস্‌তে দাঁড়াতে স্থান না দি, হয়ত পাড়ার লোকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে যাবে, তা হলেই সব বেরিয়ে পড়্‌তে পারে ;—কাজেই আমি বাইরের ঘর খুলে দিয়ে, মুখ হাত ধুতে জল গামছা দিয়ে আস্‌চি -এই আর কি।

উত্ত তুমি হাঁকিয়ে দিলে না কেন ? পাড়াতে কে জানে যে ও বেটা আমার জামাই ? আমার জামাই বলে যাকে জান্‌ত, সে আমার পাঁচ শ টাকা ধার্‌ত। আমার পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে সে আজ সকাল বেলা পৃথিবী ছেড়ে গেছে।

(বস্ত্রে অশ্রু মোছা)

চপ এঁ—এঁ, বল কি ?

উত্ত। বল্‌ব আর কি বল? —তা না হলে এখন মলিনকে সঙ্গে করে এনেছি? বেন্‌ সেখানে কান্নার হাট বসিয়েছেন; মলিন ত মৃত্যুর সময় থেকে কথা বাত্রা কয় না, ডাক্‌লে ফেল্‌ ফেল্‌ করে চেয়ে থাকে,—খাওয়া দাওয়া নেই, মেয়ে যেন পাগলের মতন হয়ে গেছে। পাড়ার লোকে বল্লে, ওকে দিন কতক নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা করুন,—কাজেই সঙ্গে করে আন্‌তে হল; এখানেও অভ্যেপাত এসে হাজির। যাই হক্‌, সে ও যখন মরেচে, এ বেটা এসে উপস্থিত, মলিনও ঘরে, তুমিও বেটাকে স্থান দিয়েচ —সকলই দেখ্‌ছি মঙ্গলের জন্য; ঈশ্বর উপায় করে দেবেন বোধ হচ্চে। এখন তুমি মলিনকে দেখ গে, সে এসে মড়ার মতন ঘরে শুয়ে পড়্‌ল; একটু বাতাস টাতাস ক'রে, ঝাঁ করে খাবার যোগাড় করে দাও, আমি বেটার সঙ্গে একবার দেখা করিগে।—হেঁ, আর এক কথা—মলিন যেন এ বেটা কে, কেন এসেচে, এ সব কথা কিছু না শোনে; আমি সাবধান হয়ে পরে বল্‌ব; যাও, তুমি আর দেরী কোর না, আমি বাইরে যাই।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

উত্তম চন্দ্রের বহির্ব্বাটীস্থ কক্ষে ললিত।

ললি। (স্বগত) গাঙ্গুলী মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের 'স্ত্রী'—ধরণ ধারণটা মন্দ নয়; আওয়াজও বেশ মিঠে—মিঠে; চাল চলনে যেন কিছু বলে বলে মনে হয়, আর বেশ সুলয়।—কেনই বা না

হবে ?—একলা ঘরের ইয়ং গিন্নি, কর্ত্তার প্রতিও চিত্রগুপ্তের চাউনি পড়ে পড়ে, সুতরাং আদর আধিপত্য ত এক চেটে হবেই।

(গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রবেশ)

ললি। (শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া) আসুন, যেখানে গেছ্‌লেন, সব ভাল ত ?

উত্ত। না বাবা, বোধ করি তিনি রক্ষা না পান। মেয়েটাও সেখানে ;—দূর সম্পর্ক বটে, কিন্তু কি করা যায়—তাঁদের করে কর্ম্মায় এমন লোক নাই, কাজেই পাঠাতে হয়েচে। এখানে গৃহিণী একলা, বাধ্য হয়ে রাত্রেই চলে আস্‌তে হল।

ললি। তা—তা বেশ করেছেন।

উত্ত। এত দিন কোন সংবাদ পাইনি বাবা, আমি বৃদ্ধ, অনেক দূর দেশ—তুমিও কি একবারে ভুলে ছিলে ?

ললি। ভুল্‌তে বাধ্য হয়ে ছিলেম বটে ; জ্ঞাতি বর্গের কুচক্রে জাল মকদ্দামায় পড়ে, আমার দশ বৎসর কারাবাস হয়।

উত্ত। এঁ—এঁ !

ললি। এঁ—এঁ কি বলুন, সে ত আপনার পক্ষেই মঙ্গল ; কোন খপরও নিতে হয়নি,—কোন খপরাখপরের ভয়ও ছিল না—।

উত্ত। শিব—শিব ; আমার যদি একটা উপযুক্ত পুত্র থাকৃত, তা হলে কি আর এমন ঘটে ?—তার পর, তার পর ?

ললি। জেল থেকে কোন উপায়ে আপনাকে দু তিন খানি পত্র পাঠাই—আপনি কোন আমলেই আন্‌লেন না।

উত্ত। রাম—রাম ; নারায়ণ জানেন বাবা, আমি তার এক খানিও পাইনি।

ললি। হুঁ? আচ্ছা যাক্; মা উন্মাদিনী প্রায়, বাঁচেন কি মরেন; এখন মলিনকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন; কাল সকালেই আমি তাকে নিয়ে যাব।

উত্ত। মলিন ত বাবা, আমার সেই আত্মীয়ের বাড়ী। তা, যাই হক্, তাকে নিয়ে এসে, কাল্‌ই পাঠাতে চেষ্টা ক'র্‌ব,—বেয়ানের ব্যায়রাম—।

ললি। চেষ্টা কি রকম? আমার চেয়ে, আমার মার চেয়ে, আপনার সেই আত্মীয় কি মলিনের বেশী হল?

উত্ত। তা ত নিশ্চয়ই বাবা; আমি রাত দুটো তিনটের সময় উঠে, লোক সঙ্গে করে যাব; বেশী দূর নয় ত, ভোর না হতে হতেই তাকে এনে, তোমার সঙ্গে রহনা করিয়ে দেব—তার জন্য চিন্তা কি?

ললি। (অস্পষ্টে) চিন্তা কিছুই নয়—তবে হয় আকাশ, না হয় পাতাল।

উত্ত। তবে এখন রাত হয়েছে, খাওয়া দাওয়া করে শোবে এস।

ললি। যে আজ্ঞে, চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উত্তম চন্দ্রের অন্তর্ব্বাটীস্থ কক্ষে ভূপতিতা মলিন
ও পার্শ্বে উত্তম চন্দ্র।

উত্ত। মলিন! আমার বড় বিপদ মা; ওঠ্—এক বার ওঠ্; একটি কথা শোন্, আমাকে রক্ষা কর্।

মলি। বাবা—বাবা!

উত্ত। মা! বিষম যাতনায় প্রাণ যায়,—রক্ষা কর; মলিন, তুই ভিন্ন আর কেউ রক্ষা কত্তে পারবে না—।

মলি। বাবা! বল—বল কি হয়েচে? কষ্টের ওপর আর কষ্ট দিও না বাবা।

উত্ত। মা! সর্ব্বনাশ হয়েচে;—অর্থের জন্য তোমার পিতা, রাক্ষস জন্মদাতা সর্ব্বনাশ ক'রেচে। মলিন, কেবল পিতা বলে তুমি তাকে রক্ষা কর মা।

মলি! হুতাশনে আর° ঘৃতাহুতি দিওনা বাবা; বল যদি এ পাপ জীবন দিলেও তুমি নিরাপদ হয়।

উত্ত। মলিন! অর্থ লালসায় রাক্ষস পিতা, অল্প দিন মাত্র তোমার বিবাহ দিয়াছে? তুমি বিধবা,—না, না মলিন!—লক্ষী মা! শৈশবে মাতুলাশ্রমে তুমি পরিণীতা হও।

মলি। (অর্দ্ধোত্থিতা হইয়া) বাবা! বাবা! আর না; যথেষ্ট হয়েছে; বিদ্যুতের আভার ন্যায় হৃদয়ে ছায়া পড়্ত। বাবা! তুমি জন্ম দাতা; তুমি যখন আমার বিবাহের চেষ্টা পাও, কিম্বা বিবাহ দাও, তখন সে ছায়া বাল্য কালের খেলা মাত্র মনে হত। ওঃ! বাবা—বাবা!

(ভূপতিতা হওয়ন)

উত্ত। মা, মলিন! ভুলে যাও না, ভুলে যাও। ললিত—তোমার প্রকৃত স্বামী ললিত উপস্থিত; প্রভাতের পূর্ব্বে তার সঙ্গে রহনা হও;- মলিন, দেবি! আমাকে রক্ষা কর।

(নেপথ্যে) কৈ সকাল হয়ে এল, আর দেরী হলে ট্রেন পাওয়া যাবে না।

উত্ত। মলিন, ওঠ্ মা—ওঠ্; ললিত ডাক্‌চে—ঐ আবার ডাক্‌চে; তার মায়ের ব্যায়রাম, ওঠ্, আর দেরী করিস্ নে মা।

মলি। বাবা! 'ললিত'?—কে সে?—

উত্ত। মা! জামাই,—ললিত তোমার শৈশবের—, না—না, ওঠ্ মা,—ললিত তোর স্বামী।

(নেপথ্যে) আর ট্রেন পাওয়া যাবে না, আপনি একবার বাইরে আসুন—

উত্ত। মা, সর্ব্বনাশ হল!—মলিন, সর্ব্বনাশ হল! ওঠ্ মা—ওঠ্—বুড়ো বাপকে বাঁচা; ভুলে যা, মলিন! সুখী হবি—সব ভুলে যা।

(হস্তাকর্ষণ)

মলি। বাবা,—তুমি! তুমি কি বল্‌চ? বল—বল, আবার বল; হাসুক—সকলে হাসুক,—আমাকে ছেড়ে দাও।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে) এখনও এলেন না?—তবে আমাকে পাড়ার লোক ডাকা ডাকি করে জানাতে হল, আপনি কন্যা পাঠাচ্ছেন না।

উত্ত। (স্বগত) মলিন—সর্ব্বনাশি! সর্ব্বনাশ কল্লি? (প্রকাশ্যে) ললিত! যাই—যাই, একটু দাঁড়াও—

(ব্যস্ততা সহ ললিতের প্রবেশ)

ললি। কৈ? কি বল্‌চেন কি? ট্রেন কি আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌বে?

উত্ত। না বাবা, ব্যায়রামীর কাছে থেকে, ক দিনে মলিনের শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে, সে বড়ই অপটু হয়ে পড়েছে—

ললি। তবে কি তাকে আন্‌তে পারেন নি?

উত্ত। না বাবা—

ললি। (স্বগত) উঃ! একবার চোখে দেখ্‌তেও পেলেম না! পিশাচ —নরাধম! আর না; তোমার ন্যায় রাক্ষসের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ভালই হয়েছে, আমারও উপায় চাই ত—গৃহিণী ঠাকরুণকে দিন কতকের জন্য পাঠিয়ে দিন, আমার দোসরা লোক নাই; মা একটু সুস্থ হলে, আমি ওঁকে সঙ্গে করে রেখে, মলিনকে নিয়ে যা'ব।

উত্ত। (স্বগত) 'গৃহিণী!—চপল!'—তাকে যে এক দণ্ড চোকের আড়াল কল্লে অন্ধকার দেখি। চপল!—আমার হৃদয়ের মাণিক! তোমাকে কোথায় পাঠাব? না—না, হতে পারে না।

ললি। কৈ, চুপ্ করে রইলেন যে?—তবে আর কেন বৃথা সময় নষ্ট করি? দেখি, যদি কেহ পাড়ায় ভদ্র লোক থাকেন।

(গমনোদ্যোগ)

উত্ত। না—না বাবা, আর যেতে হবেনা; ঘরের কথা বইত নয়—ঘরের কথা বাইরে কেন? তাই করি, গৃহিণীকেই দিন কতকের জন্য পাঠিয়ে দি; তোমার মাও সুস্থ হন—মলিনও সুস্থ হ'ক। তবে তুমি দু পাঁচ দিনের মধ্যে ওঁকে সঙ্গে করে রেখে মলিনকে নিয়ে যেও। (স্বগত) আমার হৃদয়ের রক্ত, সর্ব্বনাশি মলিনের জন্য স্থানান্তরিত কর্‌তে হল! চপল! তুমি স্থানান্তরে থাক্‌লে যে কত কষ্ট পাব!—কিন্তু কি করি?—রাক্ষসীর জন্য তাও আমাকে কত্তে হ'ল।

ললি। তবে আর দেরী করবেন না, শিগ্‌গির শিগ্‌গির যোগাড় করে দিন।

উত্ত। হেঁ, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তাঁকে প্রস্তুত হতে বলে আসি; তিনিও অনেক দিন থেকে গঙ্গা স্নান যাবার জন্য ব্যস্ত আছেন—। (স্বগতঃ) উঃ! আমার কি হল! (প্রস্থান)

ললি। (স্বগত) গঙ্গা স্নান—যমুনা স্নান, উভয় স্নানই হবে। আমিও বাবা ললিত—শ্রীরামপুরের বেয়াড়া বেহদ্দ ছেলে ;— বেগর লয়ে পাটি দিই না ; পাখী পাকড়াব—জাল গুটোব।—

'পড়েছ ললিতের ফাঁদে,
প্রাণ যাবে বাবা কেঁদে কেঁদে।'

যাই, এখন বেটাকে ভাব্‌তে সময় দেওয়া হবে না।

(প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর।

ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটী সংলগ্ন উদ্যানে চপলা।

গীত। :—

ভাল বাসা কত ভাল,
যার মন ভাল, সেই ভাল জানে
ভাল বাসায় সোহাগ ভরে,
লুকিয়ে রাখে আপন প্রাণে।
সতত তাহারে হেরি,
নয়ন মুদিলে হেরি,
মনে করি আরও হেরি,
... জীবন জীবন ধনে॥

(ললিতের প্রবেশ)

ললি। (ঈষৎ হাসিয়া) চপল, তোমার কে হন, তা জানি না—উত্তম চন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয় এসেছেন ; পারবে ত চপল—খেলা খেল্‌তে পার্‌বে ?

চপ। পার্‌ব না আবার !—খুব পার্‌ব ললিত ;—

'পলকে ভূলোক হেরি,
চপল আমার নাম।
এমন খেলা খেল্‌ব বঁধু,
অবাক্‌ হবেন শ্যাম ॥'

ললি। (হাসিয়া) তবে পার্‌বে ?—দেখ যেন লজ্জা কোর না।

চপ। ললিত, লজ্জা আবার কি ? আত্মোৎসর্গে যদি অনেকের উপকার হয়, তবে লজ্জাকে লজ্জা দেব ; লজ্জা বিসর্জ্জনে যদি জগতের আঁখি খোলে, লজ্জা অকূল পাথারে ভাসিয়ে দেব।

(নেপথ্যে) 'ললিত'—'ললিত'।

চপ। ঐ আস্‌চেন, আমি একটু আড়াল হই ; তোমার সঙ্গে আগে কি হয়—হোক্‌ ? কিন্তু আভাষ দিওনা।

(গোপন হওয়া ও উত্তমের প্রবেশ)

উত্ত। ললিত ! বৃদ্ধকে না জানিয়ে ছাড়্‌লে না বাবা ? গৃহিণীকে রেখে আস্‌বে বল্লে, রেখেও এলে না, চিটিরও জবাব দাও না— ; তোমার মা ঠাকরুণ কি এখনও আরাম হন নি ?

ললি। মা ঠাকরুণ ! তিনি ত আজ পাঁচ বৎসর হল, স্বর্গ লাভ করেছেন।

উত্ত। 'স্বর্গলাভ করেছেন !—এঁ !—পাঁচ বৎসর ?

ললি। আজ্ঞে হেঁ; পাঁচ বৎসরের বেশী হবে ত কম নয়:

উত্ত। স্বর্গ লাভ!—এঁ!—তবে চপল,—তোমার শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ?

(ললিতের কর্ণে হস্ত চাপা দেওয়া ও চপলের প্রবেশ)

চপ। গাঙ্গুলী মহাশয়! এই যে আমি।

(গলবস্ত্রে প্রণাম)

উত্ত। চপল! আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

চপ। আপনি!—'আমাকে' নিতে এসেছেন কেন?

উত্ত। (স্বগত) একি! বিকৃত ভাব দেখছি কেন? (প্রকাশ্যে) চপল! আমি উত্তম গাঙ্গুলী—'তোমার স্বামী'—কাকে কি বল্‌চ চপল?

চপ। আপনি আমার স্বামী! আমাকে নিতে এসেছেন?—না—না, আমি কলঙ্কিনী!—আপনার জামতার আরাধ্যা—

উত্ত। ললিত—ললিত! চপল পাগল হয়েচে; বাবা শেষে আমার এই কল্লি?

চপ। না—না, আমি পাগল নই; শত বর্ষ বয়সে পঞ্চম বর্ষীয়াকে যে বিবাহ করে, সে বদ্ধ পাগল।

(এক পার্শ্বে যাইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়ান)

উত্ত। ললিত!—ললিত!

ললি। মহাশয়! শত বর্ষ বয়সে পঞ্চম বর্ষীয়াকে বিবাহ কল্লেই যে এই পরিণাম, তাও না হতে পারে; তার ওপর অর্থ লোভ,—দারুণ অর্থ লোভে পরিণীতা কন্যার পরিণয়, সুতরাং ডাইনে বাঁয়ে সকলই অস্থিত।

উত্ত। ললিত! আর না, যথেষ্ট হয়েচে;—মোহোন্মত্তের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়েচে। কেবল অর্থ লালসা হলে রাক্ষস তোমার শান্তি পথে হস্তক্ষেপ করত না,—কন্যার সর্ব্বনাশে অগ্রসর হতে

পার্‌ত না। মোহ—দারুণ মোহে অন্ধ হয়ে, চপলের প্রতি অবৈধ ভালবাসার স্রোতে জ্ঞান ভাসিয়ে দিয়ে, শিমুলের লালিত্য দ্বিগুণীভূত করবার জন্য, রাক্ষসীর সন্তোষ বর্দ্ধনের জন্য, পিশাচ উত্তম গাঙ্গুলী এত দূর সর্ব্বনাশে অগ্রসর হয়েছে। ললিত!—চপল!—না—না, তোমরা শিক্ষা দিয়েছ,—অন্ধের চক্ষু ফুটিয়েছ,—জগতের চক্ষু ফুটিয়েছ।—

(গমনোদ্যোগ)

ললি। করেন কি?—করেন কি? পথ শ্রান্তি হয়েচে, বিশ্রাম করে যাবেন।

উত্ত। ললিত! বিশ্রাম আমার যমালয়ে; লোকের দৃষ্টি পথে যতক্ষণ আমি থাক্‌ব, ততক্ষণই কার্য্য-সৌগন্ধ-অনুভব আমাকে উন্মাদ করে তুল্‌বে। যাই—যাই ললিত, ঐ তোমাদের চক্ষে আমার পৈশাচিক খেলা প্রতিবিম্বিত হচ্চে। চপল! যে চক্ষু তোমরা অন্ধকে দান করেছ, দারুণ অন্ধকারেও সে চক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আমার কার্য্য, সূক্ষ্ম দর্শন কর্‌বে। ভুলে যাও, ভুলে যাও; কাঁচের গায়ে জলের লেখা মুছে ফেল। নিশার স্বপন হাওয়ায় মিশিয়ে গেছে; স্মৃতি বিস্মৃতি হয়ে যাক্, ভুলে যাও চপল;—অভাগার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোরো, জগতের অন্য প্রান্তে থাক্‌লেও ক্রিয়া কলাপ, আমাকে যেন পরিদৃষ্ট রাখে; তোমাদের দৃষ্টি সীমা আমার অনতিক্রম্য; যাই—যাই ললিত! চপল!—চপল!—

(প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণ গঞ্জের অনতিদূরে চন্দ্রা-শৈল-তলে মলিন।

মলি। (স্বগত)
আমি বরিলে তাঁহারে, যোগেন্দ্র
মরিবে পরাণে, শুনিলে ভীষণ কথা,
অবহেলে ত্যজিতাম বরণ প্রয়াস।
পাছে ভাবি মনে, প্রাণে তাঁর
এতই মমতা, তাই নিরবিল
শুনাতে আমায়!—কিন্তু সে ত
ছার ভাবে আপন পরাণে,
কত ভাল, জানিতাম তাহা!
যোগেন্দ্র নিজ-প্রাণ, হাস্য মুখে
দিত বিসর্জ্জন, বৈধব্য যাতনা
যদি, না ঘটিত-মোর,—
তার শোকানল, যদি না দহিত
অন্তর আমার ;—কত দূরদর্শী
ভালবাসা, দেবতা—তাহার হৃদে,
হীন মতি, মলিন বুঝিবে, কেমনে
তাহা ?—
কিন্তু এ হেন প্রসঙ্গ সাজেনাক
আর ; পতি জীবিত আমার ; কিম্বা
পতি হীনা, বিধবা রমণী আমি।
হে দারুণ বিধি! কোন অপরাধে

অপরাধী, নিরবধি ভাসি তাই,
অকূল তুফানে ?—'ভালবাসা'
দিয়াছ পরাণে, তাই ভালবাসি,
না-না, কালামুখী আমি,
অকারণে দোষ দেখি, বিধির বিধানে,
সকলি করম দোষ— ;
কর্ম্ম দোষে দুঃখ পূর্ণ, জীবনী
আমার ; কর্ম্ম দোষে, দুঃখের পসরা
লয়ে, এসেছি ভারতে ; কর্ম্ম দোষে
মানবের দৃষ্টি, শেল সম
বাজিছে পরাণে।—
কর্ম্ম ফলে আসি মোরা, ভুঞ্জিতে
ধরায় ; পুন কত করে যাই,
পাপেরি অর্জ্জন ; রক্ষা কর
অভাগীরে বিপদ ভঞ্জন ;
অবলা হৃদয়ে বল, দেহ
দয়াময় ;—
পূর্ণ মাত্রা ভাল, শিখি যেন
বাসিতে তোমায় ; অঙ্গার সদৃশ
ধরা মনে যেন হয় ; গহন কাননে
হরি, আশ্রয় আমার।

(প্রস্থান ও পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পল্লী-পথে বৃদ্ধ-নিশিনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত ও মাথা গরম হরিশ দত্ত।

হরি প্রণমামি সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়।

নিশি। দীর্ঘায়ুঃ ভব ; কে বাবা তুমি, বেশ চিন্তে পাচ্চি না ত ?

হরি। আমাকে চিন্তে পাচ্চেন না,—আমার নাম্ হরিশ দত্ত।

নিশি। ও—হরিশ ! বাবা, সব মঙ্গল ত ?

হরি। 'মঙ্গল !' অমঙ্গল যেখানে রাখালি করে, সেখানে আবার মঙ্গল কিসে ঠাকুর ?

নিশি। সে কি বাবা,—কি, বল্‌চ কি ?

হরি। আর বল্‌ব কি বলুন ! অধর্ম্মের গাঁথুনীতে দেশ ক দিন থাক্‌বে ? চার দিক জ্বল্‌তে স্থরু হয়েছে, এই বারে ধুঁয় হয়ে যাবে।

নিশি। সত্য বটে বাবাজি ; ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গেল ; হিঁদুয়ানী আর থাকে না।

হরি। রেখে দাও ঠাকুর তোমাদের হিঁদুয়ানী ; তোমাদের হিঁদুয়ানীর চোটে, লোকের গৃহিণীরা আর ঘরে থাকে না।

নিশি। সে কি হরিশ্, গৃহিণীরা ঘরে থাকেন না—কি ?

হরি। সকলি আপনাদের খেলা ; আপনাদের হাতে পাশ হলে, 'আগুণ,' আগুণ নয়—ঠাণ্ডা জল—

নিশি। হরিশ, আজ আগা গোড়াই একটু কড়া কড়া কেন বাবা ?

হরি। কড়া আবার কিসে দেখ্‌লেন ঠাকুর ? যেখানে টাকা, সেখানে ত সকলি কোমল।

নিশি। যাও, যাও হরিশ, আমার কাজ আছে ; আমি চল্লেম্।

(যাইতে উদ্যত)

হরি। (বাধা দিয়া) বলি, ঠাকুর, এত ব্যস্ত কেন ?—একটা কাজের কথা বলি শুনুন, অনেক টাকা পাবেন—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পার্‌বেন।

নিশি। (ভাবান্তরে) বাবাজি—কি জান, একটু কাজ আছে ; তা—কি বল্‌ছিলে বল।

হরি। বলি এই সধবা বিবাহের একটা ভাষ বানিয়ে দিতে পারেন ?—অনেক টাকা—হাজার, হাজার।

নিশি। শিব—শিব।

হরি। আহা হা, 'শিব শিব।' সে কি ঠাকুর।—টাকা—টাকা।—

(নেশাখোর খাজা শিবের প্রবেশ)

শিবে। কিরে হর্‌শে, ব্যাপার কি ? টাকা!—কিছু টাকা দেনা ভাই, নেশা, টেসা করা যাক্ গে।

হরি। শিবে, আয় আয় ; তুই-ও একবার ধর্ম্মের ছালাকে ছুঁয়ে যা, ধর্ম্ম পুত্তুর হয়ে যাবি।

শিবে ওরে হর্‌শে, এ কি রে ? ঠাকুরকে ধরে টানা টানি কর্‌চিস্ কেন ?—পাপে মর্‌বি যে ; ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—

হরি। শিবে, তোর নাম খাজা শিবে ; তোর মুখ থেকে পাপ হবে কথা বেরুল কিরে ? তুই মর্‌বি নাকি ?—না, এই ধর্ম্মের জাহাজকে ঠাট্টা কচ্চিস্ ?

শিবে। হর্‌শে! বাজে কথায় নেশা চটাস্ কেন বাবা ? ব্যাপার খানা কি বল দেখি ?

হরি। তবে বলি শোন ; আগে ঐ পথটা আগ্‌লা, ঠাকুর না পালাতে পারে।

শিবে। আচ্ছা আমি আগ্‌লাচ্চি (তথা করণ) তুই বল্।

(নিশিনাথের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকা)

হরি। বলি খাজা ভায়া, সংসারের কিছু খবর রাখ কি—না কেবল নেশায় দিন কেটে যায় ?

শিবে। দিন কেটে যায়, রাত ত নয় বাবা—। বলি সংসারের খপর—নিশ্চয়ই রাখি,—তিনটি ছেলে—

(নির্ব্বাক হওয়ন)

হরি। কিরে শিবে, মরে গেলি নাকি—আর কথা নেই যে ? তিনটি ছেলে?—তবে ত খপরের চুড়ন্ত খপরই রাখিস্ দেখ্‌তে পাই ;—ছেলেরা খায় কি রে ?

শিবে। ভাই, মদের একটা বেদ্‌ড়া ঢেঁকুর উঠ্‌ল— ; সংসারের খপর কি বলচিস্ ?—এই মাত্র তিন ডজন বোতল বেচে, বাড়ীতে নবাবী খানার ফর্‌মাস দিয়ে আস্‌চি।

হরি। বেটা বাহাদুর আর কি ? ওরে সে খপর নয় —সে খপর নয়, বলি দেশের কিছু খপর রাখিস্ ?—সধবার বে, বিধবার বে—এসব কিছু খপর রাখিস্ কি ?

শিবে। বাবা,উত্তম গাঙ্গুলীর মেয়ের বের ঢেউ,—বড় বড় লুচী, তাঁর জামাইয়ের বে—প্রকাণ্ড ২ সন্দেশের হাঁড়া, খপর রাখি নি বাবা, দেশ তোলা পাড়া— !

হরি। হেঁ—হেঁ, সে সব ত হ'ল সাবেক কাহিনী ; আবার যে পেত্নীদের বে রে—।

শিবে। সত্যি নাকি ? বাঃ—বাঃ, তবে ত পটা পট্, বল্—বল্ বাবা, চটা পট্।

হরি। (নিশিনাথকে দেখাইয়া) এই যে ভিজে বিড়াল—তপস্বী দেখচিস্, ইনি গেও ঠাকুরের কাণ্ড কীর্ত্তিতে কোন দোষ

দেখ্‌তে পান না ; সাধু পুরুষ,—লোকের কাছে বলে বেড়ান 'ভগবানের খেলা'। যেখানে ভগবানের এমন সব গজস্কন্ধ চেলার দল, সেখানে আবার ভগবান কি কর্‌বে বাবা ? আচ্ছা শিবে, তুই বল্‌তে পারিস্‌, গিন্নীর গয়নার খাতিরে, মেয়ের দফায় দফায় মালা দান, সোনার সংসারে লাথি মেরে, জামাই বাড়ীতে গিয়ে গিন্নীর গঙ্গা স্নান, এ সব ন্যায় কাজ বলে কোন্‌ শাস্ত্রে লেখা আছে বাবা ?

শিবে। রোস্‌ বাবা, এক বার ঢোক্‌ গিলে দেখি, যদি খুঁজে পাই, (তথা করন)। হরিশ চন্দ্র ! সে শাস্ত্র এ পৃথিবীতে নাই—

হরি। কোথা গেল রে ?

শিবে। (দ্রুত নিশিনাথের উদরে হাত বুলাইয়া) সে এই এঁরাই ক জনে ভাগ করে পেটে পুরেচেন।

নিশি। (স্বগত) ওঃ ! মাতাল বেটাদের হাতে পড়ে প্রাণটা যে যায় গা ; আঃ—কি দুর্গন্ধ ! ভগবান ! এ বেটাদের কি মৃত্যু নাই ?

হরি। (হাসিয়া) শিবে, শোন্‌—শোন্‌, আরও মজা ;—মজা নয়,— সর্ব্বনাশ ; এঁরা দেশ উচ্ছন্ন দিতে বসেছেন। পেত্নী, ডাইনী, শুকুনী, গৃহিণী প্রভৃতি ডোম ডেও পাড়ার মাগী মহলে হৈ চৈ পড়ে গেছে 'অযোগ্য স্বামীকে ত্যাগ করে, স্ত্রী জাতি পুনরায় সুযোগ্য পাত্রকে বরণ কত্তে পারে'। মাগীরা গোপনে ২ এই ন্যায় মুণ্ড, শিক্ষা দিগ্‌গজ, লম্বোদর প্রভৃতি গোটা কতক হিন্দু রাক্ষসকে, দু তিন শ করে টাকা ঘুষ্‌ দিতে প্রস্তুত, যাতে এঁরা সভাস্থলে সম্মতি সূচক ভায লিখে দেন। মুণ্ডু-ফুণ্ডু সকলেই 'তথাস্তু'।—তা হলেই পটা পট্‌ স্বামী বর্জ্জন, আর বাঞ্ছিত

গ্রহণ। শিবে এঁরা কি বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—না নারকীয় কীট? তুই আবার বলিস্ কি না 'ঠাকুরকে ছেড়ে দে, পাপ হবে'।

শিবে। হরশে! কে বলে রে তোকে 'মাথা গরম হরশে'? তুই আজ যে লেক্‌চারটা দিলি বাবা, কি বলব যে এখানে লোক নেই, তা না হলে তোকে বলত 'বরফ্ গোড়ে হরিশ চন্দ্র'।

হরি। ছেড়ে দে খাজা ইয়ারকি; এখন ভেবে দেখ্ দেখি, আজ যদি এ পাড়া ও পাড়ায় স্বামী ত্যাগ চাল চলে, কাল তোদের পাড়ায় চাল কেন না হামাগুড়ী দেবে? তখন কি আর শিবু চাঁদ গিন্নী নিয়ে ঘর করতে হবে?—হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

শিবে। সে ভাবনা তোমার আর এই দাদা ঠাকুরের; যাঁরা অযোগ্য—তাঁদেরই; আমার কি বাবা?

হরি। তা ত ঠিক্; যোগ্য না হলে লাক্‌কে লাক্ উড়ে গেল?—না ডজন ২ বোতলই বিক্রি হয়?—বলি শিবে, দেখচিস্ কি?—এই ছিটে কাটা, পেট মোটা টিকি ওলা বেটারাই সর্ব্বনাশ কল্লে। ওঁরাই হিন্দুয়ানীর গোড়ায় চোপ্ মারেন, ওঁরাই বলেন কিনা 'হিঁদুয়ানী আর থাকে না'। উত্তম গাঙ্গুলী এই গজস্কন্ধ চেলা সঙ্গে করেই এক দিন বিধবা বিবাহ নিয়ে দেশ তোলা পাড়া করে তুলে ছিলেন; এঁরাই এক দিন বিদ্যাসাগরের মাথায় শত বজ্র পাতের অভিসম্পাত্ করে, আপনাদের হিন্দু চুড়ামণি বলে পরিচয় দিয়ে ছিলেন। এখন সেই উত্তম গাঙ্গুলীর ঘরেই রাস-লীলা। এখন কোথায় বা সেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত ঠাকুরদের ছিটে ফোঁটার উজ্জ্বলতা—আর কোথায় বা সেই নর পিশাচদের লম্বা টিকির গোছা ঝাড়া? (দুই পার্শ্ব হইতে দুই জনের নিশিনাথ সিদ্ধান্তের টিকি ধরিয়া টানাটানি করা)

নিশি। ওঃ! গেলুম্—গেলুম্! বাবা হরিশ, বাবা শিবু, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বাবা! লোকে তোমাদের খাজা শিবে, মাথা গরম হর্‌শে বলে ডাকে, আমি চিরকাল তোমাদিকে শিবু পদ, হরিশ চন্দ্র ভিন্ন বলিনি ;—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বাবা ; ওঃ! গেলুম্—গেলুম্—। (অবসর পাইয়া সিদ্ধান্ত মহাশয়ের পলায়ন)

হরি। যা, বেটা বামুন—পালিয়ে বাঁচ ; শিবে, তোর সঙ্গে বিশেষ কথা আছে, শোন্।

শিবে। কি বাবা বিশেঁষ কথা? মদ টদ আছে বল্‌তে পার—না কেবল বিশেষ কথা? বল—যা আছে বলে ফেল—।

হরি! মদের ভাব্‌না কি রে?—অনেক মদ। আয় কাণে কাণে বলি আয়।

(উভয়ের কাণে ২ কথোপকথন ও ক্রোধ ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ)

হরি। কেমন শিবে, পার্‌বি ত?

শিবে। শিবে আবার না পারে কি রে? বল্‌না ভূত পেত্নীদের ঘাড় গদ্দান সব একসা ক'রে দি।

হরি। আচ্ছা দাদা, সময় আছে ; এখন চুপ্ চাপ্।

শিবে। আচ্ছা হর্‌শে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল্‌তে পারিস্?—এই যে গজস্কন্ধ, খড়্গ-পৃষ্ঠ পণ্ডিত গুল—এরা যেন টাকার লোভে যা নয় তাই কর্‌তে প্রস্তুত হয়, কিন্তু যে পেত্নীর দল্ এদের লুকিয়ে টাকা দিতে চায়, তারা কিসের লোভে গোবরে চন্দন দেখ্‌তে পায় বল্ দেখি?

হরি। কে বলেরে মদের মাহাত্ম নেই? শিবে, তুই আজ যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিস্ বাবা, এ কথার অনেক দর ; এ কথার জবাব সকলে দিতে পার্‌বে না ; কমলিনী, বিনোদিনী, ভামিনী,

দামিনী—এঁরাই এ কথার উত্তর দিতে পারেন। খাজা ভায়া! বাড়ীতে গিয়ে গুরুমশাইকে জিজ্ঞাসা কোর—খাঁটি জবাব পাবে।

শিবে। তোর ঐ ভনিতাতেই আমার মাথা জ্বলে যায় হর্‌শে, একটা কথা বল্‌বি—১৭ হাত নেজ; যাক্‌, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বলি, বামুনদের ওপর তোর এত রাগ হল কেন বল্‌ দেখি?

হরি। তোর কি রাগ হচ্চে না শিবে? বল্‌ দেখি, এই ঢঙ যদি চল্‌তে থাকে, আর তোর ভগ্নী যদি এসে বলে 'দাদা, আমার স্বামী উপায় কত্তে পারেন না, আমি ওঁকে ত্যাগ করে নিধুরামকে বে করব'—।

শিবে। ওঃ! হর্‌শে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠ্‌ল; এই নিয়মের বিধাতা পুরুষ এই বেটারা—আর এই জন্যই মাগীদের এত দূর চেষ্টা! আর না হর্‌শে, 'ধর, আর ঘাড় ভাঙ্‌।

(পদশব্দ করণ)

হরি। আচ্ছা শিবে, তুই তৈরি হয়ে থাকিস্‌—সময়ে সব হবে; এখন শ্রাদ্ধের কত দেরী—দেখিগে।

শিবে। হেঁ বাবা, অনেক বাজে খাটা গেছে—আমিও একটু সুরধনী মায়ের সেবা কারগে! (উভয়ের প্রস্থান)

ও গ্রাম্য পথে যুবক এবং বালক বৃন্দের

নৃত্য গীত।

কি মজার ঢেউ উঠেছে, নগরে,
বারে বারে মেয়ের বিয়ে,
গিন্নীর অলঙ্কার তরে।

দোজ পক্ষের বৌ চপল আমার,
ঘর আলো করা,
সোনার সাজে, সাজ্‌লে পরে,
ঝক্ মারে ধরা,
জামাই বেটা, বেজায় ঢেঁটা,
সব নিয়ে গেল স'রে ॥
(ওগো)······

(সকলের প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথে মাতাল খাজা-শিবে ও মাথা গরম হরিশ দত্ত ; পথি পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে চিন্তাযুক্ত চাষা আমীর হোসেন উপবিষ্ট।

হরি। সব ঠিক্ ত শিবে ?

শিবে। (টলিতে ২) শিবে কবে অঠিক্ বাবা ?

হরি। ক জন ?

শিবে। (বুকে হাত চাপ্‌ড়াইয়া) এই শিবে এক ডজন—আরও এক ডজন।

হরি। (বৃক্ষতলে আমীরকে দেখিয়া) চুপকর্—চুপকর্ শিবে, কে গাছতলায় বসে, নয়—?

শিবে। হেঁ রে, চাচাজি দেখ্‌চি যে ; (অগ্রসর হইয়া) চাচাজি, কে বাবা তুমি ?

আমী। মুই কেউ নয় বাবা, মুই কেউ নয়।

শিবে। 'মুই কেউ নয়' ; তবে আর কি হর্‌শে, দাড়ীর ঝোড়াটা জলে ফেলে দিয়ে আসি আয়—(আক্রমণ)

আমী। (দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ২) চাচাজি, মুই আমীর গো, মুই আমীর হোসেন।

শিবে। আমীর সাহেব ! ফকিয়ের সিংহাসন চুরী করেচ কেন বাবা ? ফকিরেরা কি এখন আর গাছতলায় থাকতে ভাল বাসেন না ?

হরি। নারে শিবে—হাল খাতায় আমীরের নজরে লাউ মাচাটিও বাদ পড়ে না।

আমী। বাপ্‌জি, আপনকাররা কি কইচেন, মুই ত সম্‌জাতে নার্‌চি।

হরি। যাক্ আমীর সাহেব ও সব বাজে কথা ; বলি গাছের আড়ালে ঘোপ্‌টি মেরে বসে আছ কেন বাবা ?—আমাদের সব মৎলব ফাঁসাবে কি ?

আমী। আপনকারদের মক্কায় নে যাব মুই ! হা মোর কপাল ! (কপাল স্পর্শ করিয়া) মোর জানে যে দরজ—কব কি চাচাজি, কব কি ?

শিবে। বেটা আমার পীর মহম্মদ রে !—আহা হা ! বলি বেগম সাহেব ঝাঁটা দিয়ে গায়ের ধুল ঝেড়ে দিয়েচে বুঝি ?

আমী। হায়-হায় ! মোর বাপ দাদারও কোন কালে নিকে সাদী হয় নি, তা আবার মোর বেগম সায়েব ! তা নয় চাচাজি তা নয়,—এই মেরেচে তোমাদের হ্যাঁহুর দল ; তোমাদের হ্যাঁহুর জ্বালায় দ্যাশ ছেড়ে যাতে হল জি, মোদের দ্যাশ ছেড়ে যাতে হল।

(কপাল চাপ্‌ড়াণ ও ক্রন্দন)

শিবে। বল্ বেটা বল্ ? বাজে বক্‌বি ত কিলিয়ে মাথা ভাঙ্‌ব।

আমী। কব কি চাচাজি, জান কন্ কন্ করে---! হ্যাহুর নেগে মোদের সব গেল ; হ্যাহুর নিকের জ্বালায় মোদের দ্যাশে রওয়া চলে না জি—মোদের সব গেল।

হরি। বেটা বলে মন্দ নয়—; আচ্ছা আমীর সাহেব, তোমার বাপ দাদার ত কোন কালে নিকে সাদী হয়নি, তা, এদের কোনটি চুরী যাবার তোমার এত ডর ?

শিবে। যে মাথাটা নেই, সেইটেরই বড্ড ব্যাথা ; দাঁড়া ত ব্যাটার মাথা ব্যাথা ছাড়িয়ে দি।

(অগ্রসর হওয়ন)

হরি। (বাধা দিয়া আমীরের প্রতি) আচ্ছা চাচাজি, হ্যাহুর ঘরে নিকে ?

আমী। বড্ড গো বড্ড নিকে ; সেই নেগেই ত মোদের দ্যাশ ছাড়্তে হল।

শিবে। খালি ঘরের সর্ব্বস্ব চুরী যাবে-কেমন করেই বা রইবে বল ?

আমী। হায়-হায়, দ্যাশে রইতে নারিলাগ ঃ—

গীত।

চাচাজি, দ্যাশে আর রইতে নারিলাম্,
মোদের নিকে সাদী ছিনিয়ে হ্যাহু,
বাজায় গো আপ্না কাম্।

হরি। বাঃ—বা সায়েব, তারপর—তারপর ?

আমী। বল্‌তে সরম্ নাগে জি—জান কন্ কন্ করে, মুখে আটক্ ধরে।—

শিবে। বল বাবা বল, ছের্‌বনটা জুরিয়ে নি।

(উৎকর্ণ হওয়া)

আমী।

গীত।

মোদের নিকে, খসং জমীনে গেলে,
হ্যাঁদুর নিকে, খসং যখন, আঁখির আড়ালে,
সাবাস্ দাদা হ্যাঁদুর মোল্লা,
তেনায় করিগো সেলাম্॥

হরি ও শিবে } বাঃ—বাঃ আমীর সাহেব, বেশ-বেশ—॥

(আমীরের সেলাম করণ)

হরি। তা আমীর সাহেব! বলি খসং আঁখির আড়ালে কি বাবা?

আমী। বাপ্ জি, এই ধরেন—তুমি আপনি বিদেশে নকৃরীতে আছ,—দু মাস গেহ ঘর ছাড়া,—এখানে জরু আপনাকে বর্খাস্ত করে দোসরাকে সাব্যস্ত কল্লেন;—আপনি বাপ্জি ঘর্কে আসে দ্যাখ্লেন—

(বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন)

হরি। শিবে! আর মুখ দেখান যায় না; ইতর-ভদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকলেই এখন ঝুঁটি ধরে জুতো মার্বে, হিঁন্দুরা এখন আর ঘাড় তুলে নিঃশেষ ছাড়্তে পার্বে না। রাক্ষস উত্তম গাঙ্গুলি! নরকের দ্বার এখনও কি তোমার সম্মুখ অবরোধ করে আছে! পিশাচের দল এখনও অবহেলে নৃত্য করে বেড়াচ্চে! জগদীশ্বর! এই নরাধমেরাই কি হিন্দুর গোঁড়া! এই ষণ্ডা মার্কণ্ডের দলই কি এক এক জন হিন্দু শাস্ত্রের আচার্য্য! ছি-ছি, ছি-ছি—

আমী। আচ্ছা চাচাজি, একটা কথা পুচ্ কর্ব?

হরি। বল বাবা—বল।

আমী। বলি চাচাজি, এই আপনকারদের কোরাণে কোথাও ন্যাকা নেই গা, যে মোদের জাতের সাথে আপনকারদের নিকে স্যাঙা চলন হয়—?

শিবে। হর্‌শে, তুই বেটাকে মাথায় তুল্লি যে বাবা! যা এই বার আমীর বোনাইকে ঘর্‌কে নিয়ে যা —।

হরি। শিবে, ওর দোষ কি—আর যে বল্‌বে তারই বা দোষ কি? হিন্দু যদি মুসলমানের অধম কাজ করে, তা হলে কে আর তাকে হিন্দু চুড়ামণি বলে আদর কর্‌বে।

শিবে। বল বাবা, বলে যাও—যা কিছু আছে বলে যাও; তবে এই আয়বুড়ো চাচাজির জান্‌টা, কোন হিঁদুনীর চরণে বাঁধা পড়েছে, সেটা ছাড়িয়ে দিতে যেন ভুল না;—বলি চাচাজি, কোন্ হিঁদুনী তোমায় জানে মেরেচে?—

আমী। না জি না; বলি আপনকারদের কোরাণে ত সব ন্যাকা থাকে গা, এই মোদের সাথে নিকে—য়্যাটা কি আর বাদ মেরেচে?

হরি। হোসেন সাহেব, আছে বাবা—মোদের কোরাণে তোমাদের জাতের সাথে নিকে ' চলন সই,'—তবে খয়রাতি হিসাবে; খুব খয়রাত কর, কোরাণে জানের সুরে বিধান দিতে পারে। বড় বড় গগ্‌রা চল্‌বে, চাঁদির গেলাস কটোরার বাজ্‌না বাজ্‌বে, মোহর গিনির জলুস্ ছুট্‌বে, তবে ত মোদের কোরাণে জানের তারে খুসীর মিঠে আওয়াজ ছাড়্‌বে—। বলি হোসেন সাহেব! তোমার অনেক টাকা আছে?

আমী। হায় জি, তা হলে মোর ভাব্‌না! তা হলে ত কত বেটী নিকের

নেগে মোর দাওয়ায় হত্যে হ'ত। মোর খালি ঐটি নেই বাপ্ জি, তা না হলে মোর সব আছে, হাল আছে—গোরু আছে—

(পুলিস কন্‌ষ্টেবল ও চৌকীদারের প্রবেশ)

কন। এই, কোন্ হ্যায় হিঁয়া ? ভাগ যাও—জল্‌দি ভাগ যাও।

শিবে। (বিকৃত স্বরে) এত গরম হুকুম্ কেন হনু জি ?

কন। যাও জল্‌দি ভাগ যাও, মেম সাব্ মিটিং মে যাগা ; সড়ক্ মে ভিঁড় কর্‌না মৎ।

হরি। (সেলাম করনানন্তর) কোন্ মেম জমাদার্ সাহেব ?—

কন। লেডি গোলাপ।

হরি। কোথায় মিটিং সাহেব্ ?—

কন। লেডি স্কুল্ মে ; যাও তোম লোক্ জল্‌দি ভাগ যাও।

হরি। (সেলাম করিয়া) যাতা হ্যায় জমাদার, ক বাজে মিটিং হোগা ?

কন। চার বাজে।

শিবে। (জনান্তিকে) মরে যদি আবার আস্‌তে হয়, তবে গোলাপী ডোম হয়ে যদি না আসি ত আমার নাম শিবে নয়। ডোমের মেয়ে, ডোমের ঘরে কঞ্চি ছোলা, চেড়ি তোলা ভুলে গিয়ে, বেটী আমার মেম সাহেব! চারটের সময় মিটিংএ যাবেন, দুটোর সময় পুলিস এসে রাস্তার লোক তাড়াচ্চেন্!—ভগবান, গোটা কতক শুক্‌নো বজ্রাঘাত ছেড়ে দাও, ঐ বেটা বেটীদেরও সাবাড় করুক, আর আমাদেরও শেষ করুক।

কন। এই য়—যাও, জল্‌দি যাও ; কাহে নেই যাতা হ্যা তোম্ লোক ?

হরি। যাচ্চি জমাদার, যাচ্চি—। আমীর সাহেব, তোমার আর ভাবনা নেই ; (কনষ্টেবল্‌কে দেখাইয়া) এই জাম্বুরাজ ওর চাচীর সাথে তোমার নিকে বনিয়ে দেবে।

আমী। হায়—হায়! মোর কপাল আবার সাবুদ হবে—হেঁ গা?

কন। যাও—যাও, জল্‌দি ভাগো সব।

হরি। শিবে, আয় চলে আয়।

শিবে। কিছু জলপান করিয়ে গেলে হ'ত না?

হরি। সময় আছে শিবে, এখন চলে আয়।

শিবে। (দাঁত কিড়্ মিড়্ করিতে ২) তবে চল্।

(উভয়ের প্রস্থান)

কন। (আমীরের প্রতি) যাও বুড্‌ঢা, তোম্ ক্যায় কর্‌তা হ্যায়?

আমী। যাচ্চি জি—যাচ্চি; বলি একটু জান ঠাণ্ডার কথা—সুম্মুন্দি, তাও শুন্‌তে দ্যালে না গা—!

কন। যাও শালা—জল্‌দি যাও। (বেত্রাঘাত)

আমী। ওঃ! যাই সুম্মুন্দি, যাই;—তোমার বাবার রাস্তায় তুমি মরে থাক—।

(প্রস্থান)

কন। (চৌকিদারের প্রতি) এই শালা, তোম্ ও ধার দেখ—সড়কমে ভিঁড় কর্‌নে মৎ দেনা, হাম স্কুল দেখ্‌নে যাতা হ্যায়।

চৌকী। বহুৎ আচ্ছা মহারাজ। (সেলাম করন)

(উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণগঞ্জের লেডি স্কুলে প্রাপ্ত, অপ্রাপ্ত বয়স্কা নারী জাতির সভা; অল্প মাত্র পুরুষ ও দুইজন অধ্যাপক পণ্ডিত আসীন। আকার ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ, কাণে ২ কথোপকথন, ইতস্ততঃ পরিদর্শন, নিস্তব্ধ

ভাবে উপবেশন ইত্যাদিতে সকলেই ব্যস্ত।—স্থান বিশেষে উপবিষ্টা আতর মণি টেবিলের উপর পা রাখিয়া পার্শ্বস্থ চিনিবাস কাড়ার প্রতি :—

"আচ্ছা চিনিবাস বাবু! আমাদের দেশের পুরুষ গুণ কি কোন কালে মানুষ হতে শিখ্‌বে না?"

চিনি। না—কখনই না, আতর মণি! অলসতা যাদের অঙ্গের ভূষণ, বিলাসিতা যাদের প্রাণের তন্ত্রি, জাত্যভিমান যাদের হৃদয় শোণিত, স্ত্রী পুরুষে যাদের মত ভেদ, নারী জাতি যাদের কৌটর সিঁদুর, তারা যে কোন কালে মানুষ হতে শিখ্‌বে, সে আশা মূর্খেও কর্‌তে পারে না।

আত। যা বলেচেন কাঁড়া মশাই; কৌটর সিঁদুর কৌটয় রেখে রেখেই এরা মোল। কেন, এই সসাগরা পৃথিবীর রাজা ইংরাজ জাতি—এঁরা কি এতই বোকা?—স্ত্রী জাতিকে চাবি তালার মধ্যে না রেখে এঁরা কি এতই পাপে ডুবে যাচ্চেন্‌?—আর যত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান পণ্ডিত, ইংরাজের নকর আমাদের দেশের এই অজ্‌বুকের দল গুলো,—ছি ছি ছি ছি—

চিনি। ফুলস্‌—ফুলস্‌।

আত। শুধু ফুলস্‌ চিনিবাস বাবু?—ব্লডি ফুলস্‌ দে আর।

চিনি। সাটেন্‌লি—সাটেন্‌লি। (হস্তমর্দ্দন)

(জনৈক পুলিস প্রহরী দ্রুত প্রবেশ করিয়া) 'মেম সাব্‌ আতা হ্যায়—মেম সাব আতা হ্যায়।'

সকলের সন্ত্রস্ত ভাবে আগমন প্রতীক্ষা ও অনতি বিলম্বে পুলিস প্রহরী পরিবেষ্টিতা মেম সাহেবের প্রবেশ; চতুর্দ্দিকে করতালি; সভাধ্যক্ষের

দ্বারা মেম সাহেবকে সভাপতির আসনে বসান, পুষ্প-মাল্য দান; চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও করতালি।

মেম সাহেব। (দাঁড়াইয়া) আপনাডের সৌজন্নটা ডর্শনে পরম প্রীটি লাভ করিলাম। (চতুর্দ্দিকে করতালি) অড্যকার সভাডি-বেশনের কারণ বা উড্ডেশ্য ও আমার মণ্টব্য, আমার সহকারিণী মিস্ বিনোডিনী প্যর্কাশ করিবেন।

(আসন পরিগ্রহ, চতুর্দ্দিকে করতালি)

(বিনোদিনীর উত্থান, তাঁহাকে পুষ্প-মাল্য দান ও করতালি)

বিনো। উপস্থিত মহোদয় মহোদয়াগণ, আপনারা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন 'আমাদের অদ্যকার এই মহতী সভাধিবেশনের উদ্দেশ্য কি;'

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

বিনো। তথাপি আমি প্রকাশ করিতেছি, আমাদের দেশীয় স্ত্রী জাতিগণ সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহাদের অভিভাবকগণের মুষ্টিবদ্ধ থাকায়, তাঁহারা স্ব স্ব উন্নতি লাভে অপারক, জগতের যাবতীয় সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত, সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনে অক্ষম। এ বিষয়ের বিহিত বিধান হওয়া আপনারা আবশ্যক বিবেচনা করেন কি না?

আতর। (দাঁড়াইয়া) নিশ্চয়—নিশ্চয়, সুবিধান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

(উপবেশন)

বিনো। এতদ্দেশীয় পুরুষগণ বিন্দুমাত্র হিতাহিত জ্ঞানের উদ্রেক হইতে না হইতেই নাবালিকা কন্যা বা আত্মীয়ার বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। এবম্বিধ অনুষ্ঠানের পরিণাম, নিরীহ নারী জাতির আজীবন জ্বলন্ত অনলে দহন ও অন্যান্য শত ২ বিষময় ফল মাত্র। বহু জ্ঞানের আধার স্বর্গীয় রাজা রাম মোহন রায়,

মান্যবর কেশব চন্দ্র সেন এ বিষয়ের তর্পণ করিয়া অসংখ্য নর নারীর পূজনীয় হইয়া ছিলেন সন্দেহ নাই। অতএব এই বাল্য বিবাহ প্রথা যে সম্পূর্ণ বিধি বিরুদ্ধ এবং ইহার যে অস্তিত্ব লোপ হওয়া উচিত, তাহার আর সন্দেহ কি ?

সকলে। (করতালি দিয়া) নিশ্চয়—নিশ্চয়।

বিনো। দ্বিতীয়তঃ বালিকাগণ স্ব স্ব নির্ব্বাচন অনুযায়ীক পাত্র লাভে বঞ্চিতা থাকেন ইহাই কি শাস্ত্র সঙ্গত ?—না কন্যা সমর্পক গণের অবিমৃষ্যকারিতার কারণ চারিদিকে অনর্থ সংঘটন, ইহাই শাস্ত্রানুমোদনীয় ?

আতর। নেভার-নেভার, কখনই নহে ; নারী জাতি, নারী বলিয়াই যে তাঁহাদের জীবন নাই, আত্মা নাই, মর্ম্ম বা মর্ম্ম বেদনা নাই, সম্ভোগ শান্তির আকাঙ্খা নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না ; ইহা উল্লেখ আছে এরূপ কোন শাস্ত্র যে ভারতে আছে, তাহা নিতান্তই অসম্ভব।

সভাধ্যক্ষ দিগাম্বরী। শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মিমাংসা, যাঁহাদের নিকট হইতে পারে, সেই সেই অধ্যাপকগণ এখানে উপস্থিত আছেন ; তাঁহারাই এ বিষয়ের মিমাংসা করিয়া দিউন, যে নারী জাতি পুরুষের বশবর্ত্তিনী হইয়া জগতের শোক সন্তাপ দুখ-নিগ্রহ ভাগিনীই হউন, ইহাই বা কোন শাস্ত্রে উক্ত আছে ?

অধ্যাপকগণ। তা—তা—তা নারীই দুঃখ ভোগ করুন—কৈ, কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

(চতুর্দ্দিকে করতালি)

বিনো। তবে নারী জাতির নিজ নিজ অভিরুচির বিরুদ্ধে অভিভাবকগণ

তাঁহাদের পাত্রস্থ করিতে পারেন না অর্থাৎ সেরূপ স্থলে তাঁহারা স্বকীয় মঙ্গলার্থে স্বেচ্ছা পথে চলিতে পারেন।

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয়। (করতালি)

আতরমণি। (সভাধ্যক্ষের সহিত একটু পরামর্শ করিয়া) 'এরূপ স্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছি যে, যে সকল নারী এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও অপাত্রে অর্পিতা হইবেন বা হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কি বিধি ?'

দিগো। তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা আত্মার উন্নতি সাধনার্থে অনন্যোপায় অবস্থায়, পতি পত্নীত্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া, উন্নত পথের উচ্চ সোপানে পদার্পণ করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহারা ধর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা শান্তি লাভোদ্দেশে অন্য পাত্রে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন।

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয়—। (করতালি)

দিগাম্বরী। এস্থলে আপনাদের ইহাও বিশেষ রূপে জানা উচিত যে ইহা শাস্ত্র সঙ্গত হইবে কি না। এতৎ সম্বন্ধে উপস্থিত অধ্যাপক মহাশয় গণের মত কি ?

অধ্যা। তা—না—নারী জাতি !—স্বামী-ত্যাগ—তা—!

আতর। 'তা' 'তা' কি বলুন ? স্বামী অযোগ্য-অপাত্র, উন্নতি শান্তি প্রভৃতি পথের প্রতিবন্ধক, স্পষ্টতঃ ভাবে দেখিতে পাইয়াও কি নারী জাতি গর্ত্তের বেঙ্‌, গর্ত্তেই পচিতে থাকিবে ?

অধ্যা। তা—স্বামী—স্বামী ত্যাগ—!

(দিগাম্বরীর দুইটি টাকার তোড়া অধ্যাপক দ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন করা)

১ম অধ্যাপক না—না, তাহা হইতেই পারে না ; নারী বলিয়াই যে

তাঁহাদিগকে চির অন্ধকারে থাকিতে হইবে, এরূপ কোন শাস্ত্রেই উল্লেখ নাই। সেরূপ স্থলে তাঁহারা তাঁহাদিগের উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে পারেন। (চতুর্দ্দিকে করতালি) অধিকন্তু অখণ্ড পুরাণে মার্কণ্ড ঠাকুর স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্বুদং যথা, শাস্ত্রাশাস্ত্রমতথৈব চ।
ধর্ম্মোত্তমাত্মাস্তুষ্টেঃ, তুষ্টে যথা দেবাং স্তুষ্টেঃ

অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্ম সকলি জল বিম্বের ন্যায়—কি না এই আছে এই নাই; শাস্ত্রাশাস্ত্রও তথাপ্রায়। আত্মা তুষ্টিই পরম ধর্ম্ম; 'তুষ্টে যথা দেবাং স্তুষ্টঃ', অর্থাৎ আত্মা তুষ্ট হইলে, দেবতারাও তুষ্ট হয়েন (চতুর্দ্দিকে করতালি) কি বলেন, সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়, আপনার মত কি?

২য় অধ্যা। ঠিক্ কথা ন্যায়ভঙ্গ মহাশয়, এ বিষয়ে সন্দেহ কি বলুন?—আত্মা তুষ্টিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; আত্মা তুষ্টির জন্য জগতে এমন কি আছে, যা না ত্যাগ করা যেতে পারে?—সে স্থলে অযোগ্য অবস্থায় স্বামী ত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

(চতুর্দ্দিকে করতালি)

'এই একটা স্পষ্ট প্রমাণ দেখুন, উদ্ভট চন্দ্রিকায়, সংকট অধ্যায়ে, উৎকট পর্ব্বে বিকট ঋষি টীকা ক'রে লিখে গেছেন ঃ—

কুসঙ্গং পরিত্যজ্য, পরিত্যজ্যানি কুকর্ম্মাণি চ
তজ্যা ভার্য্যা ভর্ত্তামপি, অপ্রিয় রত যেণাপি।

অর্থাৎ কুসঙ্গ-কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করা চাই; তজ্যা ভার্য্যা ভর্ত্তামপি —পতি পত্নীও পরস্পরকে ত্যাগ করিবেন—অপ্রিয় রত যেণাপি —যদি তাঁরা পরস্পরের অপ্রিয়, কিনা মনের মতন কার্য্য তৎপর না হয়েন। (চতুর্দ্দিকে করতালি) ন্যায়ভঙ্গ মহাশয়! এই

সকল জ্বলন্ত প্রমাণ থাকৃতেও নারী জাতি চির দুঃখ ভাগিনী হবেন, তাহারই বা কারণ কি? আমি এ বিষয়ে স্পষ্ট লিখে দিতে পারি, 'নারী জাতি আত্মোন্নতি প্রভৃতির উদ্দেশ্যে, অনন্যোপায় অবস্থায়, শাস্ত্র মতে অযোগ্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন।'

(চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্প-বৃষ্টি ও করতালি এবং সঙ্গে ২ দস্যু দলের প্রবেশ, মার্ পিট্ ও লুণ্টণ করন। সকলের আর্ত্তনাদ করিতে ২ পলায়ন; লুণ্ঠণকারী গণের প্রস্থান; পুলিস প্রহরী গণের আস্ফালন করিতে ২ ধাবমান)

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণগঞ্জ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণে গ্রামের প্রান্ত ভাগস্থ উদ্যানে উত্তম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রমণ ও মধ্যে ২ উপবেশন।

উত্তম। (স্বগত) উঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি; গ্রামের ভেতরে তেষ্ঠাবার যো নেই; রাত্রির অন্ধকারে বেটারা অন্ধ হয়েছে—একটু গ্রামের বাইরে এসে নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। আজ তিন দিন, তিন রাত অনাহার—অনিদ্রা, পথে বেরব—হাটে বাজারে যাব,—বেটাদের জ্বালায় বেরবার যো নেই; রাস্তায় যদি পাটি দিয়েচি, চেঙ্‌ড়া ছোঁড়ার দল 'ঐ উত্তম' 'ঐ উত্তম' করে হে চৈ কর্‌বে, এমন কি গায়ে ধুলো পর্য্যন্তও দিতে ছাড়ে না; যুবোর দল তাঁদের পিতৃ শ্রাদ্ধের লম্বা দৌড়ের গান ধল্লেন; বুড়োর দল গাঁক্ গাঁক্ করে হেসে কেশে গম্ভীর হলেন; মাগীর দল পিতৃ নির্দ্দেশ করে

আঙ্গুল বাড়িয়ে দিয়ে, হেসে কুলো কুলি ফেলে দিলেন। আরে মোল মাগীরা—এই উত্তম গাঙ্গুলীই এক কালে তোদের বাঘ ছিল ; এই উত্তমের নাম শুন্‌লে তোদের বাপ্ দাদাদের এক কালে পিলে চম্‌কে উঠ্‌ত। আজ বেটারা সময় পেয়েছে— উত্তমের কোমর ভেঙে গেছে। এখন বেটা বেটীদের জ্বালায় দেশে বাস করা দায় হয়ে উঠ্‌ল। কেন রে বাপু!—আমার ঘরে কি হল না হল, তোদের এত মাথা ব্যাথা কেন? ঐ উত্তম আস্‌চে, ঐ জামাই—তোদের বাবার জামাই এল, চপল এই কল্লে, হেন হল—তেন হল, তোদের গুষ্টির শ্রাদ্ধ হল—। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) চপল—সর্ব্বনাশি!—সেই সর্ব্বনাশীই আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে ; রাক্ষসীর কুহকে পড়ে মেয়েটার বুকে ছুরি মেরেচি, কুলের গোড়ায় আঘাত্ করেচি, হৃদয়ের রক্ত টাকা—টাকার রাশ মরু ভূমীতে ছড়িয়ে দিয়েছি। ভগবান! আর কেন?—অনাহারে অনিদ্রায়, ভাবনায় চিন্তায় শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে ; দাঁড়াবার শক্তি নেই ;—উঃ!—এই খানে একটু বসি। (তথা করন)

(উদ্যানের অনতি দূরে সন্ধ্যা সংকীর্ত্তন)

অবিরাম গৌর নাম, বলরে বদনে,
ও ভাই তাপ এড়াবি, প্রেম পাবি
গৌর নামের গুণে।

উত্তম (দ্রুত দাঁড়াইয়া স্বগত) এঁ! বেটারা কি টের পেয়েছে আমি এখানে?

(সংকীর্ত্তন)

গৌর নামের গুণে রে ভাই,

গৌর নামের গুণে ;

উত্ত। (স্বগত) বেটারা ! বেটারা আবার—'মজার ঢেউ উঠেচে'—তোদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়েছে।

(সংকীর্ত্তন)

ব্রহ্মার গোপনের ধন. (ও ধন) গোলকেতে ছিল,

কলির জীব তরাতে অবনীতে নদে উদয় হ'ল,

কলির জীবের দুঃখ দেখে রে—

উত্ত। (স্বগত) তোদের বাপ দাদাদের শ্রাদ্ধ হয়েছে ;—গিন্নীর অলঙ্কার—তোদের বাবাদের কি রে শালারা ?

(সংকীর্ত্তন)

ও ভাই তর্‌বি যদি ভব নদী, প্রাণ দে রাঙা চরণে।

উত্ত। (স্বগত) ওঃ ! শালারা যে এই দিকেই আস্‌চে !—কি করি ?—কোথায় যাই ?

(সংকীর্ত্তন)

অবিরাম গৌর নাম বলরে বদনে,

বলরে বদনে, ও ভাই বলরে বদনে।

উত্ত। (স্বগত) না—আর না, আমারই শ্রাদ্ধ কর্‌তে আস্‌চে ; আমি এখানে এসেচি জান্‌তে পেরে, শালারা আমারই শ্রাদ্ধ কর্‌তে আস্‌চে—।

(সংকীর্ত্তন)

ওরে তাপ্ এড়াবি, প্রেম পাবি
গৌর নামের গুণে॥

উত্ত। (স্বগত) ওঃ! ভগবান! আর সইতে পারিনি; শালারা এল বলে—এই ইট্ মাথায় মেরে মরি—(তথা করণ ও রক্তাক্ত দেহে ধরাশায়ী হইয়া)—চপল!—সর্ব্বনাশি!—রাক্ষস! খুব খেলা খেলেছিস্!—ললিত! খুন্ কল্লি—আমায় খুন্ কল্লি—!

(অদূরে পুলিস জমাদার ও দুইজন প্রহরী)

জমা। দেখো—দেখো, বাগিচামে খুন হুয়া।

(সকলের অনতি বিলম্বে রক্তাক্ত দেহ বৃদ্ধের নিকটে গমন)

জমা। পানি লে য়াও—থোড়া পানি লে য়াও।

এক জন প্রহরীর জল আনিয়া বৃদ্ধের মুখে দেওয়া ও বৃদ্ধ গোঁয়াইতে ২ঃ—‘ উঃ! খুন্—খুন্!’

জমা। কোন্ তোম্‌কো খুন্ কিয়া?

উত্ত। ললিত—আমার জামাই আমাকে খুন্ করেছে—।

জমা। ও কেধার ভাগা?

উত্ত। শ্রী-রাম-পুর। (নিস্তব্ধ হওয়া ও প্রহরী কর্ত্তৃক জল প্রদানানন্তর) কলি—কাতা শ্রীরামপুরের ললি—ই—ত। (নিস্তব্ধ হওয়া ও প্রহরীর পুনরায় জল দান) ললিত মুকুজ্যে—আমার—জামাই, আ—মাকে—খুন্ ক—রে—চে। (নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ, প্রহরী কর্ত্তৃক পুনঃ ২ জল দান, কিন্তু বৃথা)

জমা। (ছড়ির অগ্রভাগ দ্বারা বৃদ্ধের অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া প্রহরী দ্বয়ের প্রতি) দেখো—কুচ্ সম্‌জা?

প্রহ। থোড়া থোড়া সম্‌জা হুজুর।

জমা। এস্‌কা জামাই ললিত মুখার্জ্জি, কল্‌কাতাকা নগীজ্‌ শ্রীরাম-পুরমে রয়্‌তা—সম্‌জা ?

প্রহ। হুজুর।

জমা। ঐ শালা খুন্‌ কর্‌কে ভাগা।

প্রহ। হুজুর।

জমা। (ঘড়ী দেখিয়া) আধা ঘণ্টা বাদ কল্‌কাতা যানেকা গাড়ী ছোড়েগা ঐ গাড়ীমে শালা ভাগ্‌ যাগা ; তোম্‌লোক আবি ষ্টেসন্‌মে যাও ; হুঁয়াই ওস্‌কো পাকড়্‌নে সেকো—আচ্ছা, নেই ঐ গাড়ীমে যাকে শ্রীরামপুর্‌সে ওস্‌কো পাকড়্‌কে লে আনে হোগা—সম্‌জা ?

(প্রহরীদ্বয় নির্ব্বাক অবস্থায় দণ্ডায়মান)

জমা (রাগত স্বরে) চুপ্‌ চাপ্‌ খাড়া হোকে ক্যায় দেখ্‌তা হ্যায় ?—আদ্‌মী তো মর্‌ গিয়া ; যাও, তোম্‌লোক আবি যাও ; হাম্‌ থানামে যাকে আদ্‌মী ভেজ্‌তা হ্যায়—লাস উঠায়কে লে যাগা ; যাও, আউর দেরী করো মৎ—ট্রেন পাকড়্‌নে চাহিয়ে।

(প্রহরী দ্বয়ের প্রস্থান ; জমাদারের আর একবার লণ্ঠণের আলোকে বৃদ্ধের মুখ পরীক্ষা করিয়া প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণ গঞ্জের পুলিস ষ্টেসনের অন্য পার্শ্বে কুটীর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে মুদ্দফরাস ও মুদ্দফরাসনীর বাদানুবাদ ও

নৃত্য গীত

স্ত্রী। কেইসা বেইমান তুঁহু কেইসা বেইমান,

স্বামী। কেইসা বেইমান তুঁহু কেইসা বেইমান,

স্ত্রী। ছোড়্‌কে যাতা রাত্‌মে জরু এসা তেরা কাম্—
কেইসা বেইমান তুঁহু কেইসা বেইমান।—
স্বামী। হাসিল্ করি রাজার হুকুম—
ঘর্‌মে রহি কেসা জরু এ তেরা জুলুম্—
কামানে দানা পিনা সম্‌জো বিবিজান-—
স্ত্রী। কামানে কম্‌তি নেহি ঘর্‌মে মেরা কাম্॥—
স্বামী। কেইসা বেইমান ?
স্ত্রী। তুঁহু কেইসা বেইমান ?
স্বামী। মুর্‌দা বাগিচামে—
স্ত্রী। উঠাও বিহানিমে—
স্বামী। ছুট্ যাগা কাম্ বিবিজান।—
স্ত্রী। ছোড়্‌না হারামীকা কাম্ তু হারাম্॥—
স্বামী। কেইসা বেইমান ?
স্ত্রী। তুঁহু কেইসা বেইমান ?
স্বামী। হাম্‌কো যানে হোগা—
স্ত্রী। তোম্‌কো নেহি দেগা—
স্বামী। যানে দেনে হোগা জান।—
স্ত্রী। নেহি দেগা—মেরা কাট্টা জবান॥—
স্বামী। কেইসা বেইমান তুঁহু কেইসা বেইমান,
স্ত্রী। কেইসা বেইমান তুঁহু কেইসা বেইমান,
উভয়ে। কেইসা বেইমান তুঁহু কেইসা বেইমান॥—

(প্রস্থান ও পট পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোবিন্দপুর জজ আদালত।

জজ সাহেব আসীন; যথাযথ স্থানে আম্‌লা, পিয়াদা প্রহরী গণ; বাম পার্শ্বে আসামী ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণে ফরিয়াদী কৃষ্ণ গঞ্জের পুলিস জমাদার ও দুই জন কন্‌ষ্টেবল; সম্মুখে উভয় পক্ষীয় উকীল-গণ এবং দর্শক বৃন্দে আদালত পরিপূর্ণ।

ফরিয়াদীর উকীল (গভর্ণমেণ্টের উকীল) বিভ্রান্ত বাবু আসামীকে লক্ষ করিয়া!—

'তোমার নাম কি ললিত মোহন?'

ললি। আজ্ঞে হাঁ।

বিভ্রা। বাড়ী কোথায়?

ললি। শ্রীরামপুরে।

বিভ্রা। উত্তম গাঙ্গুলী তোমার শ্বশুর হতেন?

ললি। হাঁ, তাই বটেন।

বিভ্রা। তাঁর সঙ্গে তোমার কবে দেখা হয়ে ছিল?

ললি। দুই মাস পূর্ব্বে।

বিভ্রা। (হাসিয়া) এঁ, দুমাস পূর্ব্বে! ভাল ভাল; আর পাঁচ দিন পূর্ব্বে নয় ত?

ললি। আজ্ঞে না।

বিভ্রা। তবে কেমন করে এমন ঘটনা ঘট্‌ল? অন্ধকার বলে স্পষ্ট ভাবে দেখা হয় না বুঝি?

আসামীর উকীল হরেন বাবু। বিভ্রান্ত বাবুর এরূপ ভাবে আসামীকে ক্রস্ করিবার কারণ ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আসামী যখন প্রতি পদেই বলিতেছে যে উপস্থিত খুন সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, তখন বিভ্রান্ত বাবুর কি উদ্দেশ্য 'ললিত যেন তেন প্রকারে স্বীকার করুক্ যে সেই খুন্ করিয়াছে'?

বিভ্রা। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ থাকাতেই আমি এরূপ প্রশ্ন করিতেছি। হরেন বাবু কি বলিতে চান যে পুলিস জমাদার এবং প্রহরী দ্বয়ের আহত ব্যক্তির অবস্থা প্রত্যক্ষ প্রদর্শন ও মুমূর্ষ ব্যক্তি প্রমুখাৎ জবানবন্দী গ্রহণ ইত্যাদি সকলই মিথ্যা?—এবং প্রাণ-ভয় বিচলিত—হত্যাকারী দস্যুর কথাই সম্পূর্ণ সত্য?

জজ সাহেব। ইম্পসিবল্—ইম্পসিবল্ (অসম্ভব—অসম্ভব)।

হরে। (উভয় হস্ত মর্দ্দন করিতে ২) হুজুর! এ বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য আছে? মৃত দেহ এক্জামীন করিয়া ডাক্তার মহাশয় কি রিপোর্ট দিয়াছেন?

বিভ্রা। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক কি?

হরে। আবশ্যক যথেষ্ট আছে; উত্তম গাঙ্গুলী এক জনের দ্বারায় একই অস্ত্রে আহত হইয়া ছিলেন, কি অনেকের দ্বারায় বহু অস্ত্রে আহত জানিবার জন্য।

বিভ্রা। মৃত ব্যক্তির দেহ ডাক্তারের দ্বারায় পরীক্ষা করান হয় নাই। তাহার কারণ জমাদার সাহেব কনষ্টেবল দ্বয়কে হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের জন্য পাঠাইয়া দিয়া থানায় আসেন এবং মৃত দেহ উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেন; কিন্তু এই অল্প-ক্ষণের মধ্যেই লাস বন্য মাংসাসী জন্তু দ্বারা অপহৃত হইয়াছিল।

হরে। ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা স্বীকার করিতে হইবে, কেননা জমাদার

সাহেব এক জন প্রহরীকে মৃত দেহের নিকটে রাখিয়া কার্য্য হাসিল করিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে ডাক্তারের হস্তে মৃত দেহ অর্পণের কোনও আপত্তি ঘটিত না।

জজ। এ বিষয় লইয়া আপনার এত দূর বাক্ বিতণ্ডা করিবার কারণ কি?

হরে। হুজুর! ইঁহার অর্থ এই যে গ্রাম্য সকলেই উত্তম গাঙ্গুলীর বিরূপ ছিলেন; তাঁহারা পাঁচ জনে একত্র হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন নাই, কিম্বা তাঁহাদের ছলে, কৌশলে বা অর্থ বলে পুলিসের রিপোর্ট সুরঞ্জিত হয় নাই, ইহাও যে স্থির নিশ্চয় হইতে পারে না, ধর্ম্ম অবতার সে বিষয়ের সুবিচার করিবেন।

জজ। নন্ সেন্স্! হরেন বাবু কি বলিতে চান পুলিস অর্থ লোভে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছে?—কেমন জমাদার সাহেব! ইহাতে তোমার কিছু বলিবার আছে?

জমা। হুজুর, আমি যাহা রিপোর্ট দিয়াছি, তাহার এক বর্ণও অসত্য নহে এবং এই দুই জন প্রহরী উপস্থিত, ইহারাও বলিতে পারে, ইহারা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে এবং শুনিয়াছে।

১ম প্রহরী। হুজুর! ললিত—মুখার্জ্জি খুন্ কিয়া ঐ আদ্মীকা মুখ্সে হাম্লোক আপ্না কান্মে শুনা হ্যায়।

২য় প্রহরী। হুজুর! হাম্ ভি এহি শুনা হ্যায়।

বিভ্রা। বাস্—বাস্, আউর কুছ্ নেই।

হরে। হুজুর! আরও একটি কথা নিবেদন করিতে চাহি,—এই ঘটনা যে আত্মহত্যার ফল নহে তাহারই বা প্রমাণ কি?

জজ। মিয়ার চাইল্ডিশ্নেস্! হরেন বাবু, আপনি বাতুলের ন্যায় কি বলিতেছেন?

হরে। হুজুর! গ্রামে উত্তম গাঙ্গুলীর যে রূপ অখ্যাতি প্রচার, তাহাতে তাঁহার মুখ দেখান ভার হইয়াছিল; তিনি সমাজ-চ্যুত হইয়াছিলেন, পথে ঘাটে বাহির হইতেন না; এমনও প্রবাদ আছে, তিনি দেশ-ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে তাঁহার কি আত্মহত্যা করাও সম্ভবপর হইতে পারে না?

জজ। তবে যে তিনি স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন 'ললিত—তাঁহার জামাই তাঁহাকে খুন্ করিয়াছেন, ইহাও মিথ্যা—কেমন?

হরে। হইতে পারে, তাঁহার অবগতির প্রধান কারণ তাঁহার জামাই; সেই জন্য সে অবস্থায় তাঁহারই নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিম্বা প্রকারান্তরে বিপদগ্রস্ত করিয়া কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইবারও অভিপ্রায় থাকিতে পারে।

জজ। (ক্রোধ ভরে) হরেন বাবু! আপ্নি অন্যায় তর্কে বিলক্ষণ পারদর্শী দেখিতেছি; কখন বলিতেছেন পাঁচ জনের দ্বারায় নিহত, কখন বলিতে চান পুলিসের রিপোর্ট অতি রঞ্জিত—! আপনি প্রকাশ্য ভাবে বলিতে চান পুলিস অর্থলোভে লোকের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে! যাহা হউক এ বিষয়ে আর অনর্থক তর্কের প্রয়োজন নাই। পুলিস যখন স্পষ্টতঃ ভাবে মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট হইতে এজাহার লইয়াছেন যে ললিত হত্যাকারী, তখন দ্বিতীয় বিচার নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আরও একবার জমাদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি 'জমাদার সাহেব! তোমার রিপোর্টের উপর একজনের দুর্গতির চরম সীমা অপেক্ষা করিতেছে;—ইহার সত্যাসত্যের দায়ীত্ব তোমার উপর।'

জমা। ধর্ম্ম অবতার! যিশুর নাম করিয়া বলিতেছি পুলিসের রিপোর্ট পাক্কা ঠিক্।

জজ। দ্যাট্‌স য়্যল্, পুলিস মিথ্যা কথা বলিতে পারে না—।

(কলম লইয়া জজ সাহেবের রায় লেখা ও তাহা পার্শ্বস্থ পেস্কারের হস্তে অর্পণ এবং তাঁহার রায় পড়িয়া সকলকে শুনান) ঃ—

'সন ১৩০১ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের এলাকা কৃষ্ণ গঞ্জের পুলিস ষ্টেসনের খূনী রিপোর্ট, উপস্থিত প্রমাণের সহিত ঐক্য হইতেছে অর্থাৎ প্রমাণ আদির দ্বারায় প্রকাশ পাইতেছে যে কৃষ্ণ গঞ্জের উত্তম চন্দ্র গাঙ্গুলীকে তাঁহার জামাই শ্রীরামপুর নিবাসী ললিত মুখোপাধ্যায় খুন করিয়াছেন ; অতএব মহারাণীর ফৌজদারী আইনের ৩০২ ধারার বিধি অনুসারে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার ফাঁসির দণ্ড বিধি হইল।'

(আদালত স্তম্ভীত ; হস্ত বন্ধন করিয়া প্রহরী কর্ত্তৃক আসামীকে হাজতে লইয়া যাওয়া ও জজ সাহেবের আদালত ত্যাগ করণ)

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১৭ই সেপ্টেম্বর ; গোবিন্দপুর আদালতের উদ্যান প্রান্তে, দামোদর বক্ষে, প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী গণের বধ্যভূমী ; উচ্চ কাষ্ঠাসনে জজ সাহেব ; কিয়দ্দূরে পুলিস জমাদার, প্রহরীগণ, অধিকন্তু বিভ্রান্ত বাবু ; অন্য দিকে শত ২ দর্শক বৃন্দ ; স্থান বিশেষে ফাঁসি কাষ্ঠের নিম্নে কাষ্ঠ-মঞ্চ'পরে মুখাবৃত হতভাগ্য ললিত,—হুকুম পাইলেই জল্লাদ আসামীকে ফাঁসি রজ্জুতে ঝুলাইয়া দিবে ; এক মিনিট মাত্র বাকী, ভিঁড়ের পশ্চাৎ হইতে চিৎকার ধ্বনি ঃ—

'ছেড়ে দিন্—ছেড়ে দিন্ ? ধর্ম্ম অবতার !—ললিতকে ছেড়ে দিন।'

(অবিলম্বে ভিঁড় ভেদ করিয়া পাল্কী স্কন্ধে দুইজন গেরুয়াধারী সাধুর প্রবেশ ; জজ সাহেবের কাষ্ঠাসন সম্মুখে পাল্কী পৌঁছাইলে—ভিতর হইতে ভগ্নকক্ষ বৃদ্ধ উত্তম গাঙ্গুলীর অবতরণ এবং বাহকগণের স্থানান্তরে পাল্কী রাখিয়া অপেক্ষা করন)

উত্ত। (নতজানু ও যুক্তকরে জজের প্রতি) ধর্ম্মরাজ! ললিত নির্দ্দোষী—নির্দ্দোষীকে ছেড়ে দিন্ ; রাক্ষস উত্তম গাঙ্গুলী ললিতকে খুন্ করেছে,—উত্তম গাঙ্গুলীকে ফাঁসি দিন।

জজ। (অর্দ্ধোত্থিত হইয়া) কোন হ্যায় তোম্ ?

উত্ত। হুজুর! আমিই ললিতের শ্বশুর পিশাচ উত্তম গাঙ্গুলী।

জজ। সার্টেন্‌লি নট্ ; অসম্ভব—ঝুট্ বাত্ !

উত্ত। ধর্ম্মরাজ! মিথ্যা নয় ; এই নরাধমই এই সকল অনর্থের মূল, এই রাক্ষসই উত্তম গাঙ্গুলী।

(দর্শক বৃন্দের মধ্য হইতে) 'হুজুর! এই উত্তম গাঙ্গুলী !'

জজ। ভেরি ষ্ট্রেঞ্জ—ভেরি ষ্ট্রেঞ্জ! অল্ রাইট্ ;—জল্লাদ, মুখাবরণ এবং বন্ধন খুলে, ললিতকে সম্মুখে নিয়ে এস। (তথা করিলে) ললিত! ইনিই তোমার শ্বশুর ?

ললি। হুজুর! (দ্রুত যাইয়া উত্তমের পদ ধারণ)

উত্ত। (ললিতকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিতে ২) ললিত! বাবা! তোমার রাক্ষস শ্বশুর রাক্ষস আচরণ করেছে ;—উত্তম গাঙ্গুলী চারি দিকে বিষের আগুণ জ্বেলেছে। মলিন—মা আমার আগুণের প্রচণ্ড আভা অতিক্রম করে শৈত্য ধামে বিরাজ কচ্চেন ;—মলিন সন্ন্যাসিনী ;—ললিত! আমাকে মাপ কর।

(ললিতের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ক্রন্দন)

জজ। জমাদার! ব্যাপার কি ? বিভ্রান্ত বাবু, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চেন ?

(বিভ্রান্ত বাবু নির্ব্বাক ও অতি চঞ্চল ; জমাদারের থর ২ করিয়া কাঁপিতে থাকা)

(দর্শক মণ্ডলী হইতে) 'উত্তম গাঙ্গুলী মরে ভূত হয়ে এসেছে ; ভাঙ্গ—ঐ হু বেটার ঘাড় ভেঙে রক্ত খাও।'

উত্ত। (অভিবাদন করিয়া জজ সাহেবের প্রতি) হুজুর ! ধর্ম্ম অবতার ! ব্রাহ্মণ কুলের চণ্ডাল—মানব জাতির অধম এই উত্তম গাঙ্গুলীই এই সকল সর্ব্বনাশের মূল। জগতের অনিষ্ট সংঘটনের জন্য এই নরপিশাচের জন্মগ্রহণ ;—স্বার্থপরায়নতা রাক্ষসের ইষ্টমন্ত্র। ধর্ম্মরাজ ! স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উত্তম গাঙ্গুলী অনেক আগুণ জ্বেলেছে ;—স্বার্থের জন্য পিশাচ অনেকের মাথায় বজ্রপাত ক'রেছে ;—অনেক আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সর্ব্বনাশ ক'রেছে,—নিজের বুকে নিজে ছুরী মেরেছে। ধর্ম্ম অবতার ! মোহান্ধ পিশাচ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর অলঙ্কার আভরণের জন্য, পিশাচিনীর মনস্তুষ্টির জন্য পাঁচশত টাকা পণে কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়াছে। দৈব বশে দ্বিতীয় পাত্র কালগ্রাসে পতিত হলেন। কন্যা অতি শৈশবে অজ্ঞান অবস্থায় যে প্রথম পাত্রে অর্পিতা হন, রাক্ষস উত্তম গাঙ্গুলীর সেই প্রথম জামাই,—যিনি অনেক দিন উদ্দেশ বিহীন অবস্থায় থাকায়, (বক্ষে করাঘাত করিয়া) এই পিশাচ শ্বশুর জামাইয়ের নিধন প্রাপ্তি স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলেন,—পাপিষ্ঠ শ্বশুরের সেই প্রথম জামাই তাঁর ধর্ম্মপত্নীকে নিতে এলেন। রাক্ষসের ঔরষ-জাত দেবীকন্যা মর্ম্মের আভাষ পেয়ে হতজ্ঞান হলেন। জামাইয়ের অনুরোধে তাঁর মুমূর্ষাবস্থাপন্না মাতৃ সেবার জন্য উত্তম গাঙ্গুলী হৃদয়ের তন্ত্রী কাল সাপিনী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে,

দশ দিনের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে, তুঁষের আগুণ তুলোর ছাউনীতে ঢেকে রেখে ছিল ; এখন আগুণ ধু ধু করে জ্বলে উঠেছে ; ধর্ম্মরাজ ! এখন আগুণের প্রচণ্ড আভায় রাক্ষসের রাক্ষসী খেলা জ্বলন্ত অক্ষরে জগতের চক্ষে চমকিত হচ্চে ;—জামাইয়ের শ্বাশুড়ী পিশাচ উত্তমের ছায়া পরিত্যাগ করে, ললিতের ভগ্ন মন্দিরের শ্রী-বৃদ্ধি কচ্চেন। ধর্ম্ম অবতার ! বিদ্যুৎ প্রভায় উন্মাদগ্রস্ত উত্তম গাঙ্গুলী অন্ধকারের ছায়ায় উদ্যান মধ্যে আপনার মাথায় আপনি ইট্ মেরে আত্মহত্যা কর্‌তে চেষ্টা করে।

দর্শক বৃন্দ। জয় হরেন্দ্র বাবুর অনুমানের জয়—জয় সত্যের জয়—।

উত্ত। হুজুর ! পিশাচ উত্তম গাঙ্গুলী সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও কাল সাপিনীর কাল বিষে জর্জ্জরিত ; পিশাচের তখনও ললিতের প্রতি জাত ক্রোধ,—সেই জন্যই নরাধম তখনও ললিতের নাম উচ্চারণ ক'রে ক্রোধের উজ্জাপন করেছিল। ধর্ম্ম অবতার ! তাই আজ ললিতের এই দুর্দ্দশা—! (ললিতকে আলিঙ্গন করিয়া) না—না, ললিত নির্দ্দোষী—নির্দ্দোষীকে ছেড়ে দিন—পিশাচের উপযুক্ত শাস্তি দিন।

জজ। ওল্ড্ হ্যাগার্ড্ !—আত্মহত্যা কিয়া ; বহুট্ আচ্ছা, কোন্ তোম্‌কো উঠায়কে লেগিয়া ?—তোমারা চেটনা হুয়া কেস্ মাফিক্ ?

উত্ত। ধর্ম্মরাজ—! বালকস্বামী নামক জনৈক সাধু, যিনি যাবতীয় শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, দেবার্চ্চনা—শাস্ত্র অধ্যয়ন—পরহিত সাধন যাঁহার ইষ্টমন্ত্র, দয়া ধর্ম্ম দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অন্যান্য শত গুণের আধার কিশোর বয়স্ক সেই সাধূত্তমকে যে জন্য তাঁহার শিষ্যগণ

বালকস্বামী উপাধি দিয়াছেন, স্বর্গীয় দেবতা সেই বালক স্বামীর অনুগ্রহে এবং তাঁহার শিষ্য গণের অনুগ্রহে আমি এখনও মৃত্যুমুখে পতিত হই নাই। বালকস্বামীই গত নিশিতে, তাঁহার ইদানিন্তন আশ্রম বৈদ্যনাথের ঈশানী মন্দিরস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন, যে তাঁহার কোনও শিষ্য লোকপরম্পরায় শুনিয়া আসিয়াছেন 'শ্বশুরকে খুন করার অপরাধে গোবিন্দপুর বধ্যভুমে কল্য প্রাতঃকালে কোনও হতভাগ্যের ফাঁসি হইবে—আসামী পক্ষের সাক্ষ্য একজনও ছিলেন না—ফরিয়াদীর সাক্ষ্য হত ব্যক্তির নিকট হইতে পুলিস জমাদারের মৃত্যুকালীন এজাহার গ্রহণ অর্থাৎ জামাই তাঁহাকে খুন করিয়াছেন।' বালকস্বামী আরও বলিলেন 'যে রাত্রে, যে সময়ে, যে উদ্যানে এই খুনের ঘটনা হয়; সেই রাত্রে, সেই সময়ে, সেই উদ্যানেই তাঁহারা আমাকে হতচৈতন্য অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহারা অনুমান করেন এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, আমিই যেন সেই মৃত্যুমুখীন শ্বশুর—আরোগ্য লাভ করিয়া খুনের দণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্য জামাইয়ের দণ্ডের লাঘব করি; মা ঈশানীর প্রসাদে হতভাগ্য জামাই ললিতের শ্বশুর উত্তম গাঙ্গুলীই যেন তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন।'

জজ। ওঃ! লঙ্ ষ্টোরি; গো অন্ বুড্ডা, গো অন্।

উত্ত। ধর্ম্ম অবতার! আপ্নাকে আপ্নি খুন করে আমি এখনও জীবিত আছি, আর আমাকে খুন করেছে বলে ললিতের ফাঁসি!—না—না, ললিত নির্দ্দোষী—(ললিতকে আলিঙ্গন)

জজ। চালাও বুড্ডা, কাহে দেক্ দেতা হ্যায়?

উত্ত। হুজুর! আমি বালক স্বামীর পায়ে ধরে বল্লেম 'স্বর্গীয় দেবতা! আপ্নি পিশাচ উত্তম গাঙ্গুলীকে বাঁচিয়েছেন, উত্তমের নির্দ্দোষী জামাইকে বাঁচান; ললিত নির্দ্দোষী—আমি আত্ম-হত্যাকারী।'

জজ। বহুট্ আচ্ছা, তার পর—তার পর?

উত্ত। ধর্ম্মরাজ! অসময়ে পাল্কী বাহক না পাওয়াতে বালকস্বামী কাল বিলম্ব না করে (অদূরে সাধুগণকে দেখাইয়া) ঐ সকল সাধু সন্ন্যাসীর স্কন্ধে, বিশ ক্রোশ রাস্তা আমাকে বাতাসের ন্যায় পাঠিয়ে দিয়েছেন; হুজুর! আর এক দণ্ড আমি এসে না পৌছালে, ললিতের ফাঁসি হয়ে যেত; (যোড়করে) ধর্ম্মঅবতার! দেবতার কার্য্য, বালক স্বামীর শত আশীর্ব্বাদ, সাধুগণের আশীর্ব্বাদ—ললিতকে ছেড়ে দিন—। ললিত—বাবা! আমাকে খুন করে তুমি ফাঁসি যাবে!—না—না, আমি তোমাকে খুন করেছি, রাক্ষসীর প্রসাদ লাভের জন্য,—রাক্ষসী অর্থ পিপাসা পরিতৃপ্ত করবার জন্য তোমার সর্ব্বনাশ করে হুজুর! পাপের শেল সহ্য কত্তে না পেরে উদ্যানে আত্ম হত্যা কর্‌তে চেষ্টা করেছি, জমাদারের কাছে মিথ্যে এজাহার দিয়েছি।—ধর্ম্মরাজ! ললিত নির্দ্দোষী—ললিতকে ছেড়ে দিন—পিশাচ উত্তম গাঙ্গুলীকে ফাঁসি দিন—।

জজ। অল্ রাইট্; জমাদার, পাল্কী বাহকগণকে সম্মুখে লইয়া আইস। (তথা করিলে)—আপনারা এই বৃদ্ধকে বাগিচাসে উঠায়কে লে গিয়া?

বাহক। আজ্ঞা, হাঁ হুজুর।

জজ। আপনারা কে?—কোথায় থাকেন?

বাহক। ধর্ম্মাধিকার! সন্ন্যাসীগণ যখন যেখানে অবস্থান করেন সেই

স্থানই তাঁহাদের বাসস্থান এবং তাহাই তাঁহাদের পরিচয়। আমরা তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া থাকি ; সম্প্রতি বৈদ্যনাথের ঈশানী মন্দিরে পক্ষাধিক অবস্থান করিতেছি ;— ইচ্ছা কালী-ঘাটের কালী মাতা দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাত্রা করিব।

জজ। আপনারা কেন বাগিচামে আসিয়াছিলেন? কেনই বা বৃদ্ধকে উঠাইয়া লইয়া যান?

বাহক। গত মহা যোগের দিন ত্রিবেণীতে গঙ্গা স্নান করিয়া প্রত্যাগমনের সময় আমাদের প্রভু বালকস্বামী কৃষ্ণগঞ্জের ভীমামূর্ত্তী দর্শনেচ্ছু হওয়ায় আমরা তথায় উপস্থিত হই। আশ্চর্য্যের বিষয়—যে বালকস্বামী সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটনে আমাদের পথ-প্রদর্শক, সে দিন সেই প্রভুই ভীমা মাতার উগ্রমূর্ত্তী দেখিয়া এত দূর বিচলিত হইয়াছিলেন, যে আমরা তাঁহাকে পাল্কী যানে লইয়া আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হই। পথি মধ্যে মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এই বৃদ্ধ রক্তাক্ত দেহ এবং হত-চৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। বালক স্বামী দ্রুত বনৌষধির দ্বারা বৃদ্ধের রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তখনও উঁহার প্রাণ বায়ু বিনির্গত হয় নাই। সেই সময়ে বৃদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে বলিয়াছিলেন 'এ জগতে উঁহার কেহ নাই' ; সুতরাং আমরা স্থির করিয়া-ছিলাম যে নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রস্তরাদির আঘাতে বৃদ্ধের সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। তখন বালকস্বামী উঁহাকে আশ্রমে রাখিয়া বিলক্ষণ সবল ও সুস্থকায় হওয়া পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমরা বৃদ্ধকে তাঁহার পাল্কীতে উঠাইয়া

বৈদ্যনাথে লইয়া যাই এবং তিনি বিশেষ অসুস্থ হইলেও এই সুদূর রাস্তা পদব্রজে গমন করেন। হুজুর! সেইদিন হইতে এই ব্যক্তি ঈশানী মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন; ইঁহার দুর্ব্বলতা বা অসুস্থতা প্রযুক্ত আমরা ইঁহাকে আর কোনও পরিচয় আদি জিজ্ঞাসা করি নাই এবং ইনিও কিছুই বলেন নাই। তাহার পর ধর্ম্ম অবতার, গত নিশিতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বৃদ্ধের মুখেই শুনিয়াছেন।

জজ। বহুৎ আচ্ছা—সব শুনা হ্যায়।

বিভ্রান্ত। হুজুর! এই সকল অনর্থের মূল দেখিতে গেলে এক প্রকার বালকস্বামী; তিনি বৃদ্ধকে পুলিসের হস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া না যাইলে, ধর্ম্মরাজকে এত দূর কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না—পুলিসকে এতদূর বেগ পাইতে হইত না এবং অন্যান্য বিশৃঙ্খলাও ঘটিত না। এ বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ রূপ শিক্ষা হওয়া উচিত।

জজ। বিভ্রান্ত বাবু! আমি দেখিতেছি পুলিস এক প্রকার নির্দ্দোষী;—বালকস্বামী, সাধু বাহকগণ ও হরেন্দ্র বাবু যথেষ্ট পুরস্কারের যোগ্য;—এবং বিভ্রান্ত বাবু ন্যায় ও আইন শিক্ষায় অপরিপক্ক।

দর্শকগণ। (করতালি দিয়া) জয় জজ সাহেবের জয়—জয় ধর্ম্মের জয়।

জজ। নো মোর্, এভ্রি থিং ঠিক্ হুয়া—'ফাঁসি মথুর্।'

(চতুর্দ্দিকে করতালি ও চিৎকার ধ্বনি):—'জয় ধর্ম্মরাজের জয়—বালকস্বামীর জয়—হরেন্দ্র বাবুর জয়'।

উত্ত। হুজুর! ধর্ম্ম অবতার! জগদীশ্বর আপ্নার মঙ্গল করবেন—।

জজ। তোম্ ওল্ড্ হ্যাগার্ড্! ইউ য়্যাটেম্প্টেড্ টু কমিট্ সুইসাইড্!—ইউ য়ার দি রুট্ অফ্ অল্ দি ব্লডি গোলমাল্স্—ইউ ম্যষ্ট বি প্যানিশড্—তোম্কো সাজা হোগা এক্ ড্যাম্।

উত্ত। হুজুর! আমাকে সাজা দেবেন?—পাপের বোঝা হাল্‌কা হবে—! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখানে নয়—জ্বলন্ত নরকে—। আত্মহত্যা মহাপাপে চির অর্জ্জিত পাপের বোঝা শত গুণে বর্দ্ধিত হউক;—পথিমধ্যে সংগৃহীত হলাহল—'তীক্ষ্ণ বিষ' সুধার কার্য্য করুক— (বিষপানকরণ)

ললি। (দ্রুত উত্তমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) পিতঃ! কল্লেন কি?—কল্লেন কি?

জজ। ওল্ড্ ফুল পয়্জন কিয়া—জমাদার, ডাক্তার বোলাও।

উত্ত। হুজুর! ডাক্তার আন্‌তে হবে না; অতি তীক্ষ্ণ বিষ,—প্রাণ কণ্ঠাগত—

জজ। ড্যাম্ নিউসেন্স্।

উত্ত। (উপবেশনানন্তর) ললিত—বড় অপ-রাধ, ক্ষমা-কর।

ললিত। পিতঃ— (বাতাস করিতে থাকা)

উত্ত। কোনও সাধু জ্যোতিষী শ্লাঘা করে বলেছিলেন 'বেশ্যার কোলে আমার মৃত্যু হবে—'

(অন্য দিক হইতে জ্যোতির্ব্বিদ্ সন্ন্যাসী):—

'জ্যোতিষ শাস্ত্র যদি মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই তোমার বেশ্যার কোলে মৃত্যু হবে।'

উত্ত জ্যোতিষি! আপ্‌নি এখানে?—ওঃ! একবার কাছে আসুন, আজ আমার শেষ দিন—। জ্যোতিষী ঠাকুর! পর সর্ব্বনাশ করা ইষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হৃদয় আমার—আজন্ম পরের সর্ব্বনাশ করেছি, আত্মহিতের জন্য পর-হত্যা ক'রেছি।—স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নির্দ্দোষীর বুকে ছুরি মেরেছি—সাধুর প্রাণে বিষের আগুণ জ্বেলে দিয়েছি। ওঃ! যিনি এই পিশাচের হাতে প্রাণ সমর্পণ

কত্তেও সঙ্কুচিত হতেন না, পিশাচ উত্তম গাঙ্গুলী সেই স্বর্গীয় বন্ধুর হৃদয়ের রক্ত অবহেলে শোষণ করেছে।—উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সমর্পণ ক'রে সুখী হবেন—পাত্রের অভাবে যথা সময়ে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই— ; প্রথম পত্নী বিয়োগে উত্তম গাঙ্গুলী বন্ধুর বয়স্থা কন্যার পাণি গ্রহণে উৎসুক—, কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পিশাচ রাক্ষসের কার্য্য সাধন করেছে! রাক্ষস উত্তম গাঙ্গুলী স্বর্গীয় বন্ধুর কোমল প্রাণে শত বিষাক্ত শেল বিদ্ধ করেছে ; তাঁর দগ্ধ প্রাণের শেষ অভিসম্পাৎ, আমি যে আগুণ জ্বেলেছি, সেই বিষের আগুণে নিজে পুড়ে মর্ব। ওঃ! বড় জ্বালা—(ললিতের বাতাস করণ) জ্যোতিষী ঠাকুর! চণ্ডাল সর্ব্বনাশ ক'রেছে—গ্রামে ২ ঘোষণা ক'রেছে তিনি বয়স্থা কন্যাকে পত্নী রূপে গৃহে পালন করেন। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে স্বর্গীয় বন্ধু বিমানে মিশিয়ে গেছেন,—আর নারকীয় কীট আমি—নরকের পথ উন্মুক্ত কচ্চি। জোতিষী ঠাকুর! তোমাকে দেখ্‌লে আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে!—যদি ভ্রম না হয়, তবে তুমিই আমার বন্ধু স্বর্গীয় দেবতা গোবিন্দ লাল—আর যে রাক্ষস, নরপিশাচ মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে তোমাকে গৃহত্যাগী করেছে, তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমিই সেই চণ্ডাল তোমার পরম শত্রু উত্তম গাঙ্গুলী—(ললিতের জল সিঞ্চন ও বাতাস করণ)।

সন্ন্যা। (দ্রুত উত্তমের হস্ত ধরিয়া) বন্ধু—বন্ধু, শত্রু নও—পরম মিত্র!

উত্ত। গোবিন্দ লাল, বড় অপরাধী—

সন্ন্যা। অনুতাপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ; আন্তরিক অনুতাপে পাপের সীমা হ্রাস করে।

উত্ত। আমার পাপের সীমা নাই—প্রায়শ্চিত্ত নাই। গোবিন্দলাল! ফুলের হার ভ্রমে কাল সর্প হৃদয়ে ধারণ করেছ; উত্তমের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন!—রাক্ষস তোমার সরল প্রাণে বিষ ঢেলে দিয়েছে —তোমার সর্ব্বনাশ করেছে —।

সন্ন্যা। উত্তম গাঙ্গুলি! তুমি যে মৃত্যুকালে জগৎকে জানিয়েছ, অমূলক জনরব তোমার কাল্পনিক রচনা মাত্র, তুমি মিত্রের কাজ করেছ —প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে শান্তিবারি সিঞ্চন করেছ। কিন্তু অভাগিনী মা আমার—বিষাদিনী বিষাদ সমুদ্রে ডুবে গেছে!— কালকূটে জর্জ্জরিত ক্ষুদ্র প্রাণ মা আমার অগ্নিদাহে ভস্মে পরিণত হয়েছে! ওঃ—মা! একবার যদি শুনে যেতে পাপ রটনা জগতের সমক্ষে মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়েছে!— মা! তুমি কোথায়? তুমি আর ইহ জগতে নাই!—ওঃ!— (রোদন)

(ভিঁড়ের ভিতর হইতে বালকস্বামী):—'বাবা! বাবা! এই যে আমি!'

(বালকস্বামী কর্ত্তৃক সন্ন্যাসীর পদ ধারণ এবং পাল্কী বাহক সাধুগণের পরস্পরে গা টেপা টিপি ও বিস্ময় ভাব প্রকাশ)

সন্ন্যা। একি স্বপ্ন!—কল্যাণি! তুমি জীবিতা?

বাল। বাবা— (মস্তকের পাগড়ী আদি ত্যাগ করণ)

(সাধুগণের কাণে কাণে কথোপকথন ও আকার ইঙ্গিতে বিস্ময়তা প্রদর্শন)

সন্ন্যা। কল্যাণি!—সত্য কি জীবিতা
তুমি?—
জননী আমার! সমর্পিয়া তোমা ধনে
ভগিনীর করে, গৃহত্যাগী আমি,

ভারতের প্রান্ত দেশে, করি অবস্থান
পর্ব্বত কন্দরে ; সেখানেও বৃশ্চিক
দংশন, শত বৃশ্চিকের জ্বালা,
মৃত্যু সহ নিবিবার নয় ; কিন্তু
অপত্য প্রণয়—! নেহারিব বদন
তোমার, তাই ধরি ছদ্মবেশ
প্রবেশি নগরে, শুনিলাম গতপ্রাণা
ভগিনী আমার ;

(বালক স্বামীর চিবুক স্পর্শ করিয়া)

আর সোনার কমল, গিয়াছে
শুকায়ে মোর, নিদাঘ তপন
তাপে ;—গৃহ দাহে মরিয়াছে
কল্যাণী আমার !—

(কর চুম্বন)

অহোঃ ! প্রাণ ফেটে যায়—
দারুণ শোকের জ্বালা, উন্মাদ
জনক তোমার ; তথাপি কল্যাণি,
শান্তি আসিত পরাণে,
ভাবিতাম যবে, বিষের যাতনা
তোমা, গিয়াছে জ্বলিয়া, হৃদি
সহ, জ্বলন্ত অনলে।—
কিন্তু প্রাণের বেদনা, বড়ই
যাতনা, ননীর পুত্তলী, আর
না, আসিবে ফিরি, আর না

হেরিব কভু, সে চারু বয়ান।
স্বপ্ন সম তাই ভাবি—কল্যাণি !
তুমি জীবিতা আমার ?

(সাধুগণের কাণে কাণে 'অসম্ভব' 'আশ্চর্য্য' ইত্যাদি কথন এবং পুনঃ ২ বিস্ময়পূর্ণ ভাব প্রকাশ)

বাল। পিতঃ ! নিয়তি অধীন মোরা ;
নিয়তির চক্রে ফিরি, দিন
পূর্ণ, নহে যতদিন—।
পিতৃ নিরুদ্দেশ, পিশী-মাতা—
আশ্রিতা যাঁহার, বিধাতা
হরিল তাঁয়—; নিরাশ্রয়া
কল্যাণী তোমার, ধরি
পুরুষের বেশ, অর্থাদি সম্বল
যাহা, ভীমা মূর্ত্তী তাহে
স্থাপিয়া নগরে, নিজ মৃত্যু বাদ
ঘোষিতে অভাগী, অগ্নি দান
করিল আলয়ে।
সুদূর ধবল শিখা, সাধু পাশে
শিষ্য রূপে—তথা, লইলা আশ্রয় ;
গুরুর প্রসাদে শিক্ষা, লভে
কথঞ্চিৎ ; হেন কালে ভাগ্য দোষে
স্বর্গীয় দেবতা প্রভু, স্বর্গধামে
করেন প্রয়ান।—
অভাগিনী—সর্ব্বনাশী সেই—

যেখানে আশ্রয় লয়, নিধন
সেখানে।
সে অবধি পর্য্যটন, করে
তীর্থ ভূমে ; বিপদ আপদে
সখা—শ্রীমধুসূদন।
শিষ্য সম্প্রদায় জীবন স্বরূপ
তার, থাকে সাথে সাথে ;
ছার ভাবে যারা নিজ প্রাণে, ,
সাধিতে সে কাজ, অভাগী
মঙ্গল যথা।

(সাধুগণের ভগবান উদ্দেশে ঊর্দ্ধে প্রণাম)

যুগান্তরে পিতৃ ভূমী করে দরশন,
অর্ঘ্যদান ভীমা পদে, দ্বাদশ
বৎসরে, তেঁই সে কারণ হেথা,
আসি অভাগিনী, দেব ছলে
মৃত প্রায় নেহারি ব্রাহ্মণে,
লয়ে যায় নিজ সাথে, সেবিতে
তাঁহায়।
আজি রক্ষিতে জামতা নিজ,
আসি দ্বিজ, বিষ পানে
ত্যজেন পরাণ—
অহোঃ ! রক্ষিতে একের প্রাণ,
অন্যে বিসর্জ্জন !—হরি !—হরি !
সকলি তোমার খেলা !

(উত্তমের ব্যস্ততা প্রকাশ এবং ললিত কর্ত্তৃক তাঁহার মুখে জল সিঞ্চন ও বাতাস করণ)

উত্ত। বাল—ক স্বামি!—তুমি—গোবিন্দ—লালে—র ক-ন্যা!— (সাধুগণের পরস্পরে 'আশ্চর্য্য' ২ কথন); তুমি—আমা—কে —বাঁচিয়ে—ছ,—ললিতকে—বাঁচিয়ে—ছ,—আমি—তোমা—র সর্ব্ব-না—শ ক'রে—ছি—

বাল। (উত্তমের সম্মুখে নতজানু হইয়া)—
দ্বিজ! উপকার অপকার
কেবা করে কার?
সকলি তাঁহার খেলা, ভুঞ্জে
প্রাণী নিজ নিজ কর্ম্মফল
যথা।
বিধির বিধানে তাপিত পরাণা,
সাধু আবরণে, আবরি
অনলে, চির শান্তি করি
অন্বেষণ;—অশান্ত মানব হৃদি,
শান্ত—প্রশান্ত সাগর সম,
তোমার প্রসাদে দ্বিজ;
মঙ্গল সেধেছ তুমি;—
দুঃখার্ণবে শিখে প্রাণী, ডাকিতে
'তাঁহায়'।

উত্ত। মা—কল্যা—ণি!—বালক স্বা—মি!—মা—!

সাধুগণ। (বালকস্বামীর পার্শ্বে নতজানু ও যুক্তকরে) বালকস্বামি!—প্রভু! তুমি প্রকৃতি!—ওঃ! এত দিনে আমাদের ভ্রম ঘুচেছে

'কেন তুমি ছায়ার আবরণে থাক্‌তে, ভাল বাস্‌তে'—'কেন ক্ষণ-অনাবরণ তোমার পক্ষে চির অনভ্যস্ত'! বালক স্বামি! এখন আমাদের ভ্রম ঘুচেছে কেন ভীমামূর্ত্তী দেখে তুমি অধীর হয়ে ছিলে!—প্রভু! এখন আমরা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি 'ব্রাহ্মণ বলে কেন তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণে অস্বীকার কর্‌তে!'—বালকস্বামি! তুমি নারী জাতি!—নারী জাতির এত উচ্চ শিক্ষা!—মা! তুমি নারী জাতির আরাধ্যা—মানব মণ্ডলীর ইষ্টদেবী;—তুমি আমাদের মা—জগতের মা। মা সরস্বতি! তুমি বালকস্বামী রূপে আমাদের একটা প্রণাম গ্রহণে কাতর—আজ কোটী সন্তান মায়ের চরণে কোটী কোটী প্রণাম কর্‌চে।

(প্রণাম করণ)

বাল: (যুক্তকরে)

পিতৃ সম হেরি, তোমা
সবাকায়; কত অপরাধ,
করেছি চরণে, ক্ষমা কর
দ্বিজ গণ,—ব্রাহ্মণ তোমরা
সকলে, ব্রহ্মপদে নত
নারায়ণ, ব্রাহ্মণ চরণে
শত, প্রণাম আমার।

(ব্রহ্মোদ্দেশে প্রণাম করণ)

(অদূরে উন্মাদিনী বেশে চপলা):—

'কে গা?—কে তোম্‌রা আমার স্বামীকে স্বর্গে নিয়ে যাবে? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও; আমরা নরকের প্রাণী—নরকে যাব'।

(দ্রুত যাইয়া উত্তমের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

উত্ত। চ-প—ল!

চপ। স্বামিন্! নরকে আমাদের বাসস্থান—নিজ হাতে নির্ম্মাণ করেছি; সেখানে একলা যেওনা—আমাকে নিয়ে চল; হেঁ—নিয়ে যাবে বৈকি।—

উত্ত। চ—প—

চপ। নরক বাসে কৃমির দংশন—বড় সুমধুর! মনের উল্লাসে দুজনে বাস কর্‌ব; একলা যাওয়া ভাল নয়—দুজনে যাব।

উত্ত। চ—অ—অ্— (মৃত্যু)

চপ। (ক্রোড়স্থিত উত্তমের মস্তক নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া ও দণ্ডায়মান হইয়া) ওঃ! চলে গেলে? —একলা চলে গেলে? স্বামিন্! বৃদ্ধ বয়সে কে তোমার সেবা কর্‌বে? আমাকে নিয়ে যাও— (দ্রুত ভ্রমণ ও আকাশের দিকে চাহিয়া) হৃদয় চাঁদ! তুমি আকাশে? —না—না, এই যে তুমি নদীর জলে! আর আমাকে ফেলে যেতে পার্‌বে না;—স্বামিন্! নরকের কীট—আমিও নরকে যাব।

(বধ্যভূমীর প্রাচীর সংলগ্ন নদীর জলে ঝম্প প্রদান)

ললি। কি হল!—কি হল! ধর—ধর। (চপলকে তুলিবার উদ্দেশ্যে ললিতের নদীতে লাফাইয়া পড়া এবং উভয়েরই জলমগ্ন হওয়ন; যাবতীয় লোকের 'কি হল' 'সব গেল' 'রসি লে আও' 'পাকড়ো পাকড়ো' ইত্যাদি রবে চীৎকার ও দৌড়াদৌড়ি)

জজ। ওঃ! বহুট্ খারাপ—বহুট্ গোলমাল; সালা লোক্‌কো জান্‌মে ভ্যালু নেই হ্যায়; যানে ডেও—লাস্ জ্বালায় ডেও—বাস্ হো গিয়া।

(প্রস্থান ও পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যগিরি।

আশ্রমে জ্যোতির্ব্বিদ্ সন্ন্যাসী

সন্ন্যা। (স্বগত)
নশ্বর জগতে নর,
আমার আমার করি, মরে
নিরন্তর, নশ্বর শরীরে রহে,
যতক্ষণ নশ্বর জীবন ;
নির্গতে যাহার হায়,
সকলি আঁধার তার।
উত্তম ব্রাহ্মণ, আজীবন সাধিয়াছে
কত অঘটন, আপন সাধিতে
তার ;
কিন্তু এবে, কাল স্রোতে
ভাসি গেছে, আত্ম পর
সকলি তাহার ;—
যথাধীন এ বিশ্ব সংসার,
আমিও অধীন যার,
বিজড়িত আমিও আছিনু কত
সংসার আগার লয়ে,—
বিধি চক্রে বিচ্ছিন্ন তথায় ;

'মায়া'—কাল মায়া বশে
আসি পুন নগরী নিধানে ;
মায়ার ছলনে আসি, পশিতে
দুহিতা,—দাসী যোগ্য মায়া
নহে যার পাশে।
অন্য দিকে পঙ্কজ মলিনা
নলিনী, করী পদ বিদলিতা
নির্ম্মল হৃদয়া, ফুল ডালি
মাঝে আশ্রয় তাহার ;
পদাঘাত করি, মনুষ্য সংসারে,
ফিরে, উত্তম দুহিতা, দেবের
বাঞ্ছিত পথে।
ধন্য সে বালিকা দ্বয়,
পক্ক কেশ যথা, ফিরি আমি
নরক দুয়ারে, কর্ম্ম ফল
লয়ে শিরে।

(জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া যোগেন্দ্রের প্রবেশ)

যোগে। প্রভু! বয়স্থ ব্রাহ্মণ, চাহেন
সাক্ষাৎ আপনার।

ব্রাহ্ম। (সন্ন্যাসীর প্রতি)
সাধো! শুনিয়াছি জ্যোতিষে
পারদর্শী তুমি, তাই আসিয়াছি
পরমায়ু জানিতে আমার।

সন্ন্যা। সৌভাগ্য আমার দ্বিজ,
এখনি করিব গণনা।

(উপবেশন ও জ্যোতিষ গণনা)

ব্রাহ্ম। বহুক্ষণ গত সাধু,
না দেহ উত্তর।—
সন্ন্যা। আশ্চর্য্য গণনা দেখি !
অঙ্কে নাহি সংখ্যা পাই !—
ব্রাহ্ম। পরিহাস আসে যদি মনে,
যাই সাধু স্থানান্তরে—

(উঠিতে উদ্যত)

সন্ন্যা। পরিহাস নহে দ্বিজ,
আশ্চর্য্য প্রমাই তোমার ;—
ভাল, পুন দেখি, করিয়া
গণনা— (তথা করন)
'শত—সহস্র, লক্ষ—লক্ষ,
কোটী—কোটী !—
অদ্ভুত ব্যাপার দ্বিজ,—অসম্ভব
যাহা—তাহাই উত্তর ; ভুল নাহি
পাই, কিন্তু ভুল পূর্ণ, গণনা
আমার।
ব্রাহ্ম। অসম্ভব মনে হয়, ভুল পূর্ণ
গণনা তোমার। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
আমি, নারিব সেবিতে,

তাই পরমায়ু মোর, না হয়
গণনা ।

সন্ন্যা । নারি বুঝিতে ব্রাহ্মণ, বচন
তোমার ।

ব্রাহ্ম । বুঝিবে কেমনে সাধু ?—বিবাহ
বন্ধনে বদ্ধ দম্পতি যুগল,
মরিবে অকালে, অনায়াসে
পার, তুমি; গণিয়া বলিতে,
প্রতিহিংসা বিষ, জাগে যদি
হৃদয়ে তোমার ।

সন্ন্যা । অন্তরের অন্তঃস্থল, উজ্জ্বল
নেহার, কে তুমি—কে তুমি
ব্রাহ্মণ ?

(অর্দ্ধোপবেশনে নত শিরে ব্রাহ্মণের পদ ধারণোদ্যত এবং তাঁহার অদৃশ্য হওয়ন)

সন্ন্যা । এ কি দেখি আশ্চর্য্য ঘটনা !—
ব্রাহ্মণ নাহিক সম্মুখে আর !
দাঁড়াতে অক্ষম দ্বিজ, অন্য পথে
দ্রুত করেন প্রয়ান,
কিম্বা পলকে মিশায়ে যান
আকাশ প্রদেশে !—
অহোঃ ! বুঝিতে না পারি,
কেবা এ ব্রাহ্মণ ।

পাপী আমি—সাধু বেশে
পাপাচারী—
মৃত্যু মম শ্রেয়স্কর, প্রায়শ্চিত্ত
বিধি দ্বিজ সন্নিধানে, কোথা দ্বিজ
করি অন্বেষণ।

[প্রস্থান]

যোগে। (স্বগত)
আশ্চর্য্য সকলি দেখি ;—
কেবা দ্বিজবর, করিয়া সহায়
দাসে, আসেন আশ্রমে,
শত বলীয়ান বলে, বিদ্যুৎ
সদৃশ পুনঃ করেন প্রয়ান ?
মনে হয় দেবের ছলনা,
কিন্তু বুঝিতে না পারি—কিবা
তীব্রালাপে বিপর্য্যস্ত হিমালয়
হৃদি !—শমিতে পাপের
কোপ, প্রভু মুখে, মৃত্যুর
কামনা !—
মৃত্যু হলে নির্ব্বাণ নিশ্চয়,
নিশ্চয় কে পারে বলিতে ?
সাগরেরি জল, রশ্মি রূপে
উঠি আকাশ মণ্ডলে, মেঘাকারে
করে বারি বরিষণ, যথা হতে
নদীর সৃজন, নদী জল ধায়

সাগর গরজে, পুনঃ রশ্মি আদি
রূপ করয়ে ধারণ—
……পঞ্চভূত সম্মিলনে
গঠিত পরাণী যথা,
বিয়োগ সংযোগে যার
সজীব নির্জ্জীব—কত বার
আসে দেহী, যায় কত বার,
কে করে নির্ণয় তার?—
আত্মগ্লানি বহ্নি, প্রভু হৃদি
করয়ে দহন; হে যদুনন্দন!
শান্তি দেহ প্রভু হৃদে,
কোথা যান প্রভু, যাই সাথে
তাঁর।

(প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দাক্ষিণাত্য।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের অন্ত প্রান্তে নিভৃত বন মধ্যে যোগিনীর বেশে মলিন

মলি। (স্বগত)
ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হবে
কভু না সম্ভবে;—কিন্তু আশা
দিন দিন হতেছে শিথিল,

কৃষ্ণ প্রাণে জীবন্ত শত শত
প্রাণী, নেহারি নয়নে,
কিন্তু নাহি হেরি শ্রীহরি চরণ।
অহো! অজ্ঞান হৃদয়া, নাহি জানি
কেমনে ডাকিব তাঁয় ;—
হে দ্বিজোত্তম! কহ তনয়ারে,
কেমনে ডাকিতে হয়, গোলক বিহারি
হরি ?

(তরু সম্মুখে যুক্তকরে)

তরুলতা! সজীবতা তোমাদেরও
আছে ;—কহ দয়া করি,
কোন পথে পাব কৃষ্ণ দরশন ?

(শিষ্য সহ কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যা। (স্বগত)
'কৃষ্ণোদ্দেশী'—কেবা এ যোগীনী ?
কিশোর বয়স্কা ;—অনুমান হয়,
অল্প দিন যোগ ব্রতে ব্রতী ;
কিন্তু নির্ভয় হৃদয়া !—
'তরু সনে বাক্যালাপ !'
উন্মাদিনী কিম্বা বনদেবী ?
ভাল, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি,
কি দেন উত্তর।--

(প্রকাশ্যে)

কে মা তুমি একাকিনী গহন

কাননে ?
তরুলতা সনে, কর বাক্যালাপ,
কিবা উদ্দেশ্য তোমার মাতঃ ?

মলি। একাকিনী নহি গো জননী ;
বন্য জীব যত, অনুগত সবে,
কৃষ্ণ সদা সাথে মোর ;—
কিন্তু নাহি দেখি আঁখি উন্মীলনে,
তাই ভ্রমি গহন আঁধারে,
নাহি জানি কোথা পাব শ্রীহরি
সন্ধান।

কল্যা। বন্য পশু অনুগত ;—
কৃষ্ণ সাথে সাথে !
দুর্ব্বল হৃদয়া, বিস্মিতা তনয়া,
কহ মাতঃ, কিবা সে কাহিনী
তব ?

মলি। জননি ! দুঃখ পূর্ণ জীবনী আমার ;
তাই প্রণমিয়া জগৎ মাতার পদে,
অনাথিনী উন্মাদিনী, আসি
এ গহনে, কভু ভাবি নদী জলে
দেহ, দিব বিসর্জ্জন ;
অনাহার অনশনে ত্যজিব
জীবন ;—কিম্বা বন্য জন্তু ভক্ষে
দেহ, হ'ক্ পরিণত, কখন
হইত মনে।

দগ্ধপ্রাণা-অবসন্না, ভূমী'পরে
রহি মৃতপ্রায় ; বন্য জন্তু
শত শত, ধায় আশে পাশে,
আশ্চর্য্য হরির খেলা, কাছে
নাহি আসে তারা ;
তাহাদেরও ঘৃণ্য আমি,—
প্রাণের যাতনা হরি পদে
করি নিবেদন, স্মরি
শ্রীমধুসূদন ; অল্পক্ষণে
নিদ্রাবশে অতি বৃদ্ধ দেখিনু
ব্রাহ্মণে ; আশ্বাস বচনে দ্বিজ
ভুলান আমায় 'কৃষ্ণ প্রাণ
সর্ব্বজীবে, নিজ প্রাণে হতাদর
কৃষ্ণবধ সমান আচার ; বিপন্ন
শ্রীকৃষ্ণ পদে লভয়ে আশ্রয় ;
প্রাণ ভরি শিখে যদি, ডাকিতে
তাঁহায়।'
আর নাহি জানি মাতঃ !
তন্দ্রা অবসানে, আলোক পূরিত
প্রাণে উঠিনু বসিয়া ; স্মরণে
শ্রীকৃষ্ণ নাম প্রাণের যাতনা
হল প্রশমিত ;
অবিলম্বে শত শত জীব,
নত শিরে আসিল সকাশে ;

কেহ বা যোগায় তারা সুমিষ্ট
সুফল, কেহ আনে নদী জল,
তরুলতা লয়ে কেহ, করে শয্যার
রচনা ;—
অদ্ভূত দেখিনু মাতঃ—আকার
ইঙ্গিতে তারা, বলে যেন আজ্ঞাধীন
সবে মোর।
ভুলেছি সকল জ্বালা শ্রীকৃষ্ণ
দয়ায় ; মনে হয় কৃষ্ণ নিকটে
আমার, কিন্তু নাহি দেখি
রাজীবলোচন ; তাই মাগো
সুধাই জগতে, কে পারে দেখাতে
মোরে শ্রীকৃষ্ণ মূরতি ?

কন্যা। কৃষ্ণগত প্রাণ—কৃষ্ণ অবস্থান
সতত তোমার হৃদে,
ধন্য মাতঃ, অবনী মণ্ডলে তুমি ;
নাহি জানি কিবা খেলা খেলেন
শ্রীহরি !—
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পদে,
করি প্রণিপাত ; দৈবাদেশ
হইল তথায়—'অসম্পূর্ণ
তীর্থ পর্য্যটন ফল, পূর্ণ কর
হেরি শ্রীকৃষ্ণ চরণ ; বিন্ধ্যাচলে
বিরাজেন মাধব মূরতি।'

উধাও পরাণে হেথা, আসি
দ্রুতগতি, শিষ্যগণ সাথে, খুঁজি
পাতি পাতি করি এ বিন্ধ পর্ব্বত ;
কোথা নাহি দেখি মাগো, মাধব
আলয় ; হতাশ্বাস আকুল পরাণা,
ভাগ্য ফলে হেরিনু তোমায় ;
অধিষ্ঠাত্রী এ বিজনে, দয়া করি,
কহ দয়াময়ি, কোন পথে
বিরাজেন মাধব মূরতি ?

মলি। নাহি বুঝি দেব অনুষ্ঠান ;—
নাহি জানি কোথা মাতঃ
মাধব আলয় ;—তোমা মুখে
শুনি, বিন্ধ্য এ পর্ব্বত।
দেব বাক্য মিথ্যা কভু নয়,
মনে হয় মাধব আশীষে
মাগো, হেরিবে মূরতি—
বিপদ ভঞ্জন হরি ! শক্তি দেহ
দুহিতায় ডাকিতে তোমায় ;
এ দুর্গমে বন্য পশু দেখাইবে
পথ ;
স্মরি শ্রীমধুসূদন, চল মাতঃ
মাধব সন্ধানে ; নিবেদিব
আমিও চরণে তাঁর, প্রাণের
একান্ত আশা কৃষ্ণ দরশন।

কল্যা। নিরাশ হৃদয়ে আশা পুনঃ
আলোকিত ; চল মাতঃ,
যাব তথা, যথা লয়ে যাবে
তুমি।

(উভয়ের প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা।

পুষ্পোদ্যানে সখিগণ।

১ম স। মধুর মধুর বায়,
মধুর মধুর ধায়,
মধুর হরিতে কুসুম বাস ;—
২য় স। কে বলে অনিল,
নহে অনুকুল,
চুম্বনে কলিকা না করে বিকাশ ?
১ম স। তবে বা সে কেন,
নিঠুর পবন,
বোঁটা কাটি ফুলে লুটায় ধরায় ?
২য় স। অঞ্জলি ভরিয়ে,
ফুল দল লয়ে,
উপহার দেয় বসুধা মাতায়॥

১ম স। সখি! বাতাসের গায়ে বাতাস লাগ্‌লে তোমার গায়ে কেন ব্যথা লাগে সখি?

২য় স। সখি! আমি বাতাস ভাল বাসি, তাই বাতাসের নিন্দে করলে আমায় সয়না; তুমি কি বাতাস ভাল বাস না?—তুমি তবে কি ভালবাস সখি?

১ম স। আমি কি ভালবাসি দেখ্‌বে?—(দ্রুত গাছ হইতে একটি ফুল ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ)—এই দেখ সখি, আমি ফুল ভালবাসি।

২য় স। ও সখি, এই তোমার ভালবাসা?

১ম স। হেঁ সখি, এই আমার ভালবাসা; আমি যাকে ভালবাসি, তাকে দূরে রাখ্‌তে বড় ভালবাসি।

২য় স। এ ভালবাসা কোথায় শিখেছিলে সখি?

১ম স। সখি! ভালবাসার উৎপত্তি স্থান যে হৃদয়—জগতের ভালবাসায় গঠিত যে হৃদয়, সেই ভালবাসাময় দয়াময় শ্রীগোবিন্দের ভালবাসা কি তুমি জান না সখি?—ভক্তাধীন গোবিন্দ ভক্তকে বড় ভালবাসেন; ভক্ত কৃষ্ণের প্রাণ;—ভক্ত হা কৃষ্ণ—হা মধুসূদন ক'রে আকুল—পাছে ভক্ত কাছে আসেন, কৃষ্ণ তাই দূরে দূরে সরে বেড়ান; তবে যদি কখন ভুল ক্রমে দেখা হয়ে যায়, তা হলেই কৃষ্ণ 'ভক্তাধীন কৃষ্ণ—ভক্তাধীন মধুসূদন।'

২য় স। তুমি বড় দুষ্টু সখি।

১ম স। হেঁ সখি, আমি বড় দুষ্টু,—তুমিও বড় দুষ্টু, সখি।

২য় স। কেন সখি?

১ম স। ফুল তুল্‌তে এসে কত দেরী কচ্চ সখি?

২য় স। না সখি, আর দেরী কর্‌ব না;—এস আম্‌রা ফুল তুলি।-

পুষ্পচয়ন ও গীত।

এসনা সজনী ফুল তুলি দুজনে,
বিবিধ কুসুম দাম অতি যতনে।
আধ ফোটা ফুলে,
মালা কুতূহলে,
গাঁথিয়া অর্পিব সখি শ্যাম চরণে,
হাসিবে কুসুম দল পদ পরশনে॥

(প্রস্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যগিরি।

বন্য পথে জ্যোতির্ব্বিদ্ সন্ন্যাসী ও যোগেন্দ্র

সন্ন্যা। অতি পাপে পাপাচারী—
অসহ্য যাতনা,—তাই করি
মৃত্যুর কামনা; মৃত্যু বিনা
না দেখি, উপায় আর!

যোগে। প্রভো! 'মৃত্যু সাধ'
গুরুভার করে পাপাকার।—

সন্ন্যা। সীমা নাহি পাপের আমার;
আমা ভিন্ন নাহি জানে—

অহো! তীক্ষ্ণ ছুরি হানিয়াছি
হৃদয়ে তাহার ;—
দেবতা নন্দন! সর্ব্বনাশ ঘটায়েছি
মলিন, তোমার ; প্রতিহিংসা বিষে,
জর্জ্জরিত হৃদয় আমার ;
প্রতিহিংসা বশে, প্রতিক্ষণে
লইতাম ভাগ্য পরিচয়
মলিন পিতার ; তথাপি সে
নহে পৈশাচিক, যথা
সাধিয়াছি তোমাদের প্রতি।—
তোমা দোঁহা পরিণয়ে, সৌভাগ্য
অরুণোদয়, উত্তমের ভালে,
বিদ্যুৎ সদৃশ প্রাণে, প্রতিহিংসা
গেল চমকিয়া, অসত্য কৌশল
জালে বাঁধিনু তোমায় ;
নিবারিনু বরমাল্য করিতে
গ্রহণ ; স্বেচ্ছায় কঠোর পাপ
করিনু অর্জ্জন।—
যোগেন্দ্র! স্বর্গীয় দেবতা!
রাক্ষস পিশাচ আমি, গুরু
বলি যারে কর সম্বোধন।
শেল সম গুরু নিন্দা, বিদরে
পরাণ ; গুরুদেব! দেবের দেবতা

তুমি, ধর্ম্ম প্রদর্শক,—সাধু
অনুষ্ঠান সকলি তোমার।

সন্ধ্যা। দেবতা নন্দন! অনন্ত নরক
সম্মুখে আমার; শত নারকীয়
কীট, আসিছে উল্লাসে, হৃদি
করিতে দংশন।

যোগে। প্রভো! নিয়তির চক্রে ফিরে
অবনী মণ্ডল; নিয়তির চক্রে
ঘটে যতেক ঘটনা, নাম মাত্র
প্রাণী অনুষ্ঠাতা।
ইষ্টানিষ্ট সকলি অদৃষ্ট খেলা,
অদৃষ্টে আছিল যাহা, ঘটিয়াছে
তাহা—অমঙ্গল হেতু,
কেমনে বা বলি?—ভুলি মর্ত্ত্য সুখ
প্রাণ ধায় পরমার্থ পানে;
শিখিয়াছি প্রসাদে আপন,
অনুতাপানলে দগ্ধ প্রাণী,
প্রাণ ভরি ডাকি নারায়ণে,
করে শান্তি লাভ; তাই নিবেদি
চরণে স্মরিতে সে পদ,
বিপদ সম্পদ সম, যে পদ
স্মরণে।

অন্তরীক্ষে দেববালাগণের গীত।

নাচ যমুনারি জল,
হাস ফুল দল,
গাহ পিক কুল, নন্দ দুলাল নাম।
মলয় অনিল,
বিটপীর দল,
ফল ফুল মূল, গাহ অবিরাম॥
কর যত অলিকুল,
জীবন সফল,
ফুল্ল ফুল সনে, কর হরিগুণ গান।
জীবেরি জীবন হরি,
বল সবে হরি হরি,
অন্তিমে চরণে যাহে, লভিবে স্থান

যোগে। শুন গুরুদেব! বনদেবী সনে
বন স্থান, করে হরি গুণ গান;
হরি নামে মুগ্ধ কানন প্রদেশ,
হরি নামে স্নিগ্ধ শ্রবণ বিবর,
হরি নামে সিক্ত তাপিত পরাণ!

সন্ন্যা। হৃদি অন্ধকার গেল দূরে,
শুনি বচন তোমার;

গুরু যোগ্য নহি আমি ; যোগেন্দ্র !
তুমি গুরু অভাগার।

যোগে। (সন্ন্যাসীর পদস্পর্শ করিয়া)
অপত্য সমান হের, তাই প্রভো,
হেন ভাল নেহার অধমে।

সন্ন্যা। (যোগেন্দ্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)
বৎস ! হৃদি মাঝে হেরি
বয়স্থ ব্রাহ্মণ ; তোমা'পরে
রাখি ভার, দ্বিজ করেন ভ্রমণ ;
মনে হয় নারায়ণ, ভকত বৎসল,
ভক্তশিরে রাখি আত্মভার,
পালেন জগৎ সংসার।...
তোমার প্রসাদে হৃদে, আসে
জ্ঞানালোক ; ধন্য আমি,
স্বর্গীয় দেবতা ! তোমা হেন
সহায় যাহার।

অন্তরীক্ষে। হরি-বোল, হরি-বোল,
হরি-বোল।

যোগে। হরি নামে পূর্ণ চারিধার,
ছার এ সংসার, হরি মাত্র
সার—
অনল অনিলে হরি, শিলাতলে
সাগরেরি জলে ; স্থাবর জঙ্গমে
হরি, সজীব নির্জ্জীবে ;

মানবের প্রতি তন্ত্রী মাঝে হরি ;
রসনা পরিতৃপ্ত করি, করি,
হরিনাম উচ্চারণ ;
ত্রিভুবনবাসি ! প্রাণ ভরি, বল
'হরি—হরি—হরি'।

অন্তরীক্ষে। হরি-বোল, হরি-বোল, হরি-বোল !

সন্ন্যা। (অনতিদূরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া)
হের—হের বৎস ! সম্মুখে
পুনঃ, নেহারি ব্রাহ্মণে—
(উভয়ের দ্রুত যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত এবং সন্ন্যাসী
যুক্তকরে ব্রাহ্মণের প্রতি)
'হে দ্বিজবর ! ক্ষমা কর অপরাধ ;
কলুষ পরাণ আমি, নারি
চিনিতে তোমায় ; ঘুচাও সংশয়
দেব, দিয়া পরিচয়।'

ব্রাহ্ম। অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমি ;
দিয়াছ সন্তোষ, করি প্রমাই
গণনা ; তাই আসিয়াছি, ঋণ
শুধিবারে।

সন্ন্যা। অর্থ হেতু না করি গণনা দ্বিজ !
অশান্তি অনলে হৃদি, জ্বলে
চিরদিন ; কর দেব আশীর্ব্বাদ,
পাপশূন্য হরিগত প্রাণে,

চিরশান্তি রহে যেন, জনম
জনমে—।

ব্রাহ্ম । ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে, পূর্ণ
হবে, সাধু মনস্কাম ।
আরও সাধু, আসিয়াছি পুরাইতে
বাসনা আমার—'বন্ধুর পার্ব্বত্য
পথে সখা যেই জন, মম সম
মাংসপিণ্ড করিতে বহন,
তুচ্ছ জ্ঞান আছিল, জীবনে যার,
গুরু পদ সেবা ইষ্টমন্ত্র যাহার
পরাণে, দেবতা সমান শিষ্য
তোমার সকাশে ; আসিয়াছি
পুরাইতে মনস্কাম তার,
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, সফল
যদ্যপি হয় ।'

যোগে । (যুক্ত করে)
দেবের দেবতা দ্বিজ, দ্বিজ বাক্য
বেদের সমান ; কাহার সম্মান
প্রভু, রাখিতে সদয় ? —কেবা সে
বাহক তোমা—কেবা দ্বিজ তুমি ?
'সকলই হরির খেলা ।' —
হরি কর্ত্তা হরি কর্ম্ম, কর্ম্মক্ষেত্র
হরি ; হরি পাপ, হরি পুণ্য, কর্ম্মফল
হরি ;

হরি সৃষ্ট ভূমণ্ডল, হরি বলে
চলে অবনী মণ্ডল, হরি ছলে
যায় রসাতল। —
হরি পূজ্য ব্রাহ্মণ চরণ ; ব্রহ্ম
আশীর্ব্বাদে সম্ভবে সকলি ;
হরি নামে ঝরে আঁখি নীর,
কর দ্বিজ আশীর্ব্বাদ, হরি নামে
মুগ্ধ হয় প্রাণী ; হরিগত প্রাণ,
পায় যেন স্থান, শ্রীহরি
চরণে।

ব্রাহ্ম। আশ্চর্য্য কামনা বালক তোমার !
প্রাণী তরে কাঁদে যার প্রাণ,
জগতেরি প্রাণ, শ্রীহরি পরাণ
সে জন ; হরি সদা অনুগত তার ;
হৃদে দিতে স্থান, হরি না হন
কুণ্ঠিত তায় ; হরি আশীর্ব্বাদে
হরি ভক্ত আশা, অসম্পূর্ণ নাহি
রবে—পূর্ণ হবে তব মনস্কাম।

(মলিন, কল্যাণী ও শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

মলি। হের মাতঃ! স্বপ্নদৃষ্ট দ্বিজ
নেহারি এখানে —
(ব্রাহ্মণের সম্মুখীন ও নতজানু হইয়া)
প্রভো ! স্বপ্নে দেখা দিয়া, নিবায়েছ
হৃদি হুতাশন ; তোমার প্রসাদে

দ্বিজ, বন্য পশু পালিতা দুহিতা ;
কর শিক্ষা দান তনয়ারে, কিবা
সে সাধনা বিধি শ্রীহরি চরণ ?

ব্রাহ্ম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আছি এক পাশে ;
কোথা হতে আসি, অর্থহীন
কয় কত কথা, বর্ণ মাত্র
নাহি বুঝি তার।

মলি। কোরনা ছলনা, হে দ্বিজোত্তম !
অজ্ঞান বালিকা—জ্ঞান হয়
অসম্ভব তোমাতে সম্ভব ;
পূর্ণ কর আশা, দেখাও দাসীরে
দেব, শ্রীহরি মুরতি।

ব্রাহ্ম। 'অসম্ভব আমাতে সম্ভব ! —
কৃষ্ণ মূর্ত্তি হবে দেখাইতে !'
(কল্যাণীর প্রতি)
জ্ঞান-হীনা বালিকা তুমিও কি
সঙ্গিনী সমান ?

কল্যা। অজ্ঞান বালিকা বটে, ছিনু
এক দিন ; কিন্তু আজি
তব দরশনে, খুলিয়াছে
জ্ঞানচক্ষু মোর ;
শ্রীচরণে প্রতিক্ষণে নেহারি ভুবন ;
হে বিশ্ব পালন ! অনাথিনী
পাল তুমি গহন কাননে ;

দৈবাদেশ বুঝিয়াছি তোমারি
করুণা ; করুণানিদান !
বুঝিয়াছি কোথা বা, সে
মাধব মুরতি।

ব্রাহ্ম। সম মন্ত্রে দীক্ষিতা উভয়ে !—
বলি কল্যাণি ! তোমার পিতা এখানে উপস্থিত, আর মলিন ! তুমিও যোগেনকে কত ভালবাস্‌তে—সেই যোগেন এখানে উপস্থিত ; তোমাদের যা বল্‌বার হয়, এঁদের বলনা বাপু ; আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—আপ্‌নার কাজে চলে যাই।—

মলি। অন্তর্য্যামী তুমি নারায়ণ,
অবিদিত তব কি আছে জগতে ?
তবু ছলাময়, পাতিয়াছ
ছলনার ফাঁদ ;
বিপদ ভঞ্জন ! ছলনায়
ডুবাওনা, গভীর আঁধারে ;
তোমার প্রসাদে দেব, ভুলিয়াছি
এ বিশ্ব সংসার ; জগতেরি সার
এক মাত্র, প্রাণ,
চাহে শ্রীহরি চরণ।

কল্যা হে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ !
জ্ঞান হয় নহ সাধারণ ;
বার্দ্ধক্যের ভাণ মাত্র, করেছ
ধারণ ; অন্যথায় রূপের কিরণে
তব, মোহিত জগত ;

জগতের পতি ! বারেক নয়নে
যেবা হেরিবে তোমায়,
মায়া স্নেহ ভালবাসা, উপহার
দিবে রাঙা পায় ;
কেবা পিতা, কেবা মাতা —
কেবা সেই পতি ? ভিন্ন ভাবে,
ভিন্ন রূপে, সকলি হে তুমি ;
হে দীনেশ ! দয়া করি, যদি
দিয়াছ হে দরশন ;
তনয়ারে কোরনা বঞ্চনা,
দেখাও স্বরূপ রূপ,
ভুবন মোহন !

ব্রাহ্ম। তাইত, তোমরা সকলেই যে হা কৃষ্ণ—হা হরি করে পাগল দেখ্‌ছি ; ভক্তাধীন গোবিন্দও যে তোমাদের জন্য পাগল হবেন, তাতে আর সন্দেহ কি আছে ? তিনি হয়ত এখনি এসে তোমাদের দেখা দেবেন। ঐ দেখ তোমাদের কৃষ্ণ মূর্ত্তি—

(ব্রাহ্মণের অদৃশ্য হওয়ন ও ঊর্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি)

যোগে। (সন্ন্যাসীর প্রতি)
প্রভো ! ছদ্মবেশে দ্বিজ
শ্রীহরি আপনি।

সন্ন্যা। (বিস্মিত ভাবে)
স্বপ্ন—স্বপ্ন সম !
অনন্ত বিষের বাতি, নহে সে
অনন্ত ; নির্ব্বাণে তাহার পুনঃ

অনন্ত সুধার সাগর—স্বপ্ন সম
হয় মনে।

যোগে। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, জানু পাতিয়া উপবেশন
এবং যুক্তকরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

'চিন্তামণি! চিন্তার অতীত
তুমি ; কে পারে চিনিতে
তোমায় ? —
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি
তুমি হে প্রলয় ; তুমি অন্ত
তুমি আদি ; বেদ বিধি
যোগ যোগী, যোগেরি
ঈশ্বর—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
সকলি হে তুমি।'

গীত।

জয় জগদীশ্বর পরমেশ্বর পরম রূপ ধারণং,
ত্বংহি ব্রহ্ম সনাতন ত্বংহি জগত জীবনং ॥
সজীব জীব ক্রিয়তে কাম, ত্বংহি করম কারণং,
ত্বংহি কর্ত্তা ত্বংহি কর্ম্ম, ত্বংহি ফলাফল বিধানং ;
অকূল পাথারে ভাসতি জীব ত্বংহি বিঘন নাশনং,
সম্ভূত ভব মাধব পদে, শ্রীপদে পুনঃ মিলনং ॥

যবনিকা পতন।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৬	তায়	তার
১০	১	নারকীর	নারকীয়
১৩	১৫	জ্বলেছি	জ্বেলেছি
১৭,৩৬, ৬১	.!.	পট পরিবর্ত্তন	পটক্ষেপণ
২৮	১০	হয়	হও
৩৬	২১	আশ্রায়	আশ্রয়
৩৭	৫	দীর্গয়ুঃ	দীর্ঘায়ুঃ
৪৩	১৮	কারগে	করিগে
৫১	৩	অচ্ছা	আচ্ছা
৫৬	২০	হে	হৈ
৭১	১৪	করে	করেছি
৯৪	৫	উভয়ের	সকলের